1270

127 0



ফুলশর।

(বিবিধ কবিতা)

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত।

কলিকাতা।

২০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, দিনময়ী প্রেসে

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র পারিহাল দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩১১

মূল্য ১৲ এক টাকা।

গ্রন্থকার প্রণীত।

১। যজ্ঞভস্ম (নূতন কবিতা গ্রন্থ) নব্যভারত অফিসে এবং অন্যান্য পুস্তকের দোকানে পাওয়া যায়। মূল্য ১৲ টাকা।

২। কথা ও বীথি—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরিতে পাওয়া যায়। মূল্য ৷৹ আনা।

সূচী পত্র।

বনলীলা।

মৃগয়া।

লীলা।

প্রেমবিকাশ।

সুরলাসিকা।

কবিভারতী।

পরিহাস বা পরিশিষ্ট।

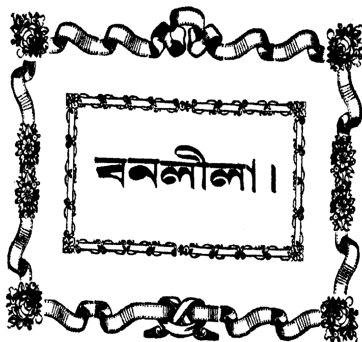
ফুলশর।



তব কান্ত কুসুমগঠিত কান্তি,
নিশিত, কুসুম চাপে।
তব ইন্দুকিরণ রঞ্জিত তনু,
অতনু ভরিল তাপে।

তুমি শীতল অতি মৃদুল মধুর
মলয় পবন সেবিত;
তবু সেই পরশ লভি, পরবশ
অন্তর-পরিদেবিত।
তুমি নন্দন ফুলগন্ধ বিতর,
আকুল করি মানস;
পরিলিপ্সু সতত করহ চিত্ত
অঙ্গজ সুখ লালস।
তুমি উন্মদ মদ বিভল দৃষ্টি
বরিষ যুবতি চক্ষে;
তুমি চঞ্চল কর অঞ্চল অতি
লাজ লুলিত বক্ষে!

তুমি সুন্দর কর মন্থর গতি
অন্তর করি মুগ্ধ ;
তুমি যৌবন কর সুন্দর, করি
সঙ্গতি-সুখ লুব্ধ ।
তুমি করহ ভুবন গীত-রসিত
নিয়ত হরষ পূর্ণ ;
তুমি বাঞ্ছিত সুখ সংযুত করি
যৌবন কর ধন্য ।


বনলীলা।

আভাষ

বনলীলা, প্রাচীন সংস্কৃত গানের সুরে, এবং সংস্কৃত ছন্দে রচিত। যদি কবিতাগুলিতে কিছুমাত্র সরসতা বা লালিত্য থাকে, তবে তাহা হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ-ভেদে পঠিত না হইলে অনুভূত হইবে না। অধিকাংশ স্থলেই গীতগোবিন্দের অনেক ছন্দ বা সুর অবলম্বিত হইয়াছে; স্থানে স্থানে তাহা নির্দ্দেশও করিয়াছি। কয়েকটি সংস্কৃত ছন্দের নাম কবিতার ভনিতায় দিয়াছি। পাঠকদিগের সম্বন্ধে আমার কামনা এই যে—

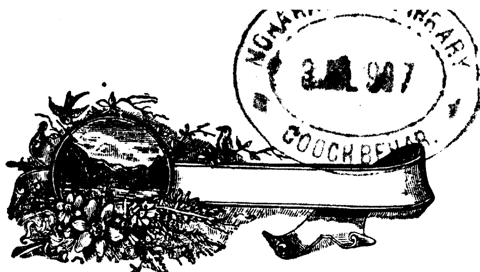
শশাঙ্ক দীপ্তৈর্হসিতাবদাতে
প্রমোদরম্যে বনকুঞ্জগেহে
বিলোক্য লীলাং বনসুন্দরীণাং
ভবন্তু সর্ব্বে সুখিতাস্তু নিত্যম্!

গ্রন্থকার।

সম্বলপুর
আশ্বিন। ১৯৫৭ সংবৎ।

মঙ্গলাচরণ ।

বন্দে কাব্যনিকুঞ্জকোকিলবরং শ্রীকালিদাসং কবিম্।
বন্দে শ্রীজয়দেব মাতত যশোরাশিং, প্রসাদাৎ যয়োঃ
রীতিং পদ্যনিবেশকৌশলময়ীমাসাদ্য, লীলাময়ী
নব্যা গীতিরিয়ং ময়া বিরচিতা সম্যক্ সতাং তুষ্টয়ে।



বনলীলা।

নিদাঘে।

বনদেবী— প্রচণ্ড সূরয অস্তাচলগত।
প্রতপ্ত ধরণী ধীরে প্রশমিত
শীতল মৃদু মৃদু দক্ষিণ বাতে।
পুষ্পিত কানন রম্য দিনান্তে।

বনবধূ— রে সখি অচিরে সাধ প্রসাধন
যাইব নিকুঞ্জ গেহে ;

সখী— শীতল সলিলে করি অবগাহন
পর তনু-অংশুক দেহে।
কর সুবিলম্বিত কুন্তল চাঁচর
বিতরি মনোহর গন্ধ।
কর ধনি লুণ্ঠিত আয়ত আঁচর,
অরধ শিথিল কটিবন্ধ।

ছুলাইয়া সখি বন-ফুল-মালা
সুগঠিত পীবর বক্ষে,
অভিমত পাশে বাঁধহ বালা
মুগ্ধ-অনঙ্গ অলক্ষ্যে।
চন্দন লেপন কর সখি গাত্রে,
অলক্ত পদযুগ কমলে ;
পর ধনি কজ্জল উজ্জল নেত্রে
বিমোহি স্মর, দিঠি তরলে।
লাজ-সুরঞ্জিত কপোল যুগলে,
কুসুম সুকোমল অঙ্গে,
অঞ্চল ভাগে, কুন্তল বিমলে,
খেলই অনিল সুরঙ্গে।

বনদেবী— শোভিল রজনী চন্দ্র সনাথা।
গাহিল বিহঙ্গ নিদাঘ গাথা।
জ্যোৎস্না-ধৌত সুমার্জ্জিত অম্বর।
নিদাঘ-সন্ধ্যা রম্য মনোহর।

সখী— ঐ ঐ গগনে উজ্জ্বল বরণে
বিধু অতি সুন্দর ভাতে।
চল সখি দুজনে নিধুবন বিজনে
গাহিব কোকিল সাথে।

বনবধূ— বিতরি মধু-কিরণ, মরি, মলিন করি কৌমুদী
কেরে সখি উদিল বনমাঝে ?
উজলি হৃদি, উজলি মন, উছলি চিত অম্বুধি,
কেরে সখি উদিল মন মাঝে ?
প্রেম অনুরাগ-দিঠি বরষি সখি মানসে
যায় চলি কুঞ্জবন-পারে।
যৌবন নিদাঘ মম তপ্ত অতি লালসে ;
শীতলিব,—ডাক সখি তারে।

সখী— ধৈরয ধর ধনি ; শুন বনধামে
গাহে গাথা বঁধু তব নামে।
চল বর কামিনি উপবন ভাগে।
মোহিত বঁধু-চিত তব অনুরাগে।

বনদেবী— বিহঙ্গ-গানে, কুসুমের বাসে,
সুশ্যাম কুঞ্জে, নবচন্দ্র হাসে,
বিমুগ্ধ মোহে যুবতীর চিত্ত।
মধু ক্ষরেরে উপজাতি নিত্য।



ঘনাগমে।

বনদেবী— ফুটিল বনপুষ্পতৃণ শষ্পদল ছাইয়া, (১)
সুরভি বনপবন অতি তাহে।
বিহগ কত কুসুমনত পবন পরিচালিত
শ্যামতরু শাখি'পর গাহে।
নবজলদ মণ্ডলে, রবি-কিরণ ভাতিছে;
সাঁঝ অতি আজি মনলোভা।
কনক-কর-দীপ্ত-তট-শৈল-পদ চুম্বিয়া
সলিল অতি ধরিল বরশোভা।
সান্ধ্যকর-রঞ্জিত সুনীল তট পশ্চিমে
স্নেহসম ভাস্বর পবিত্র।
তরল চল বিজুলি সম বীচিদল খেলিছে,
প্রেমসম দীপ্ত সুবিচিত্র।
প্রস্ফুটিত নীপশত আধফুট কেশরে,
কপিশময় হরিতযুত বর্ণে।
চুমিল অলি কৃষ্ণকলি, ফুটিল নব মল্লিকা
বেষ্টিত সুরম্য নব পর্ণে।

---

(১) বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্ত রুচি কৌমুদীর সুরে।

বনবধূ— আইল সন্ধ্যা রক্তিম বাসে,
কানন শোভে পুষ্পিত হাসে ;
উপবন কুঞ্জে সৌরভ ভাসে ;
অন্তর কাঁপে নব-সুখ-আশে।

বনদেবী— সূরয অস্তাচলপথগামী,
জ্যোৎস্না-মণ্ডিত আইল যামী।
মেদুর মেঘে অম্বর ঢাকা,
তনু-অবরোধে আবৃত রাকা।

সখী— শোভিল শশধর নবঘন-বসনে
কুঞ্জে চল অবিলম্বে ;
মোহি' গহন বন সুস্মিত নয়নে !
কুসুমিত যৌবন দম্ভে।

বনবধূ— যাইব কুঞ্জে চল সখি সঙ্গে,
হেরিব বিজনে মূর্ত্ত অনঙ্গে।
অই সখি অই সখি বঁধু বুঝি আসে—
আকুল চিত অতি লাজ তরাসে।
লুলিত হৃদয় পদ লালস ভারে,
চল সখি ধীরে শশিবদনারে।

সখী— নবজলশীকর শীতল কানন
শোভিল নবফুল পুঞ্জে।

কেলিকলা-কুতুকে রহগো মন-
মোহন বঞ্জুল কুঞ্জে। (১)

বনদেবী— উচ্ছ্বসিতা নির্ঝরিণী গায় বনে প্রীতচিতে;
গায় কবি প্রেম ভরে মানবকাক্রীড় বৃতে।



শরদে।

বনদেবী— অঞ্জন রঞ্জিত নীল গগন-পট (২)
দীপ্ত রবির করজালে।
শ্যামল তৃণশোভিত তটিনী-তট—
বেষ্টিত তাল-তমালে।
স্বচ্ছ সুনির্ম্মল উজ্জ্বল সলিলে
চিত্রিত কানন শোভা।
পুষ্পিত কানন হেরয় মুকুরে
আপন ছিরি মনলোভা।

বনবধূ— রে সখি, রে সখি, চল বন গহনে
আকুল মম মন মনসিজ দহনে।

(১) "পীন পয়োধর ভার ভরেণ" ইত্যাদির স্বর।

(২) চন্দনচর্চ্চিত নীল কলেবর ইত্যাদির স্বর।

বনদেবী— সুখময় শরদে সরজল বিশদে
আ মরি কতছিরি ভাতিল অবলে!
চন্দ্র-বিনিন্দিত শোভা-বিকশিত
ফুল্ল মনোহর শতদল কমলে।
বিতরিল গন্ধ প্রৌঢ় কদম্ব
প্রসন্ন করি বন সুরভিত অনিলে।
বিকশিত চম্পক, বন্ধূক, কুরুবক,
মত্ত মধুপকুল অভিমত মধুলে।
বনবধূ— কলম্ব কূজিত অম্বর কোলে
ঐ সখি ঐ সখি ফুলধনু দোলে।

বনবধূ— উৎফুল্ল পল্লবদলে কুসুমের কুঞ্জে,
সপ্তচ্ছদে মদভরা সিত পুষ্পপুঞ্জে,
শেফালিকা তরু তলে, মুচুকুন্দ মুঞ্জে,
নাগেশ্বরে মদনমত্ত দ্বিরেফ গুঞ্জে। (১)

বনবধূ— যাইব চলরে দ্রুত অভিসারে,
পীড়িত অন্তর মদন বিকারে।
বনদেবী— তারাহারে কুন্তল ভূষিত,
জ্যোৎস্নাধারে অঙ্গ বিমণ্ডিত।

---

(১) বসন্ত তিলকাবৃত্ত।

বাসকসজ্জা শারদ-রজনী
অপগত লজ্জা উতরিল ধরণী।

বনবধূ— আইল পতি মম সুখময় গহনে,
চল সখি চল সখি চঞ্চল চরণে।

সখী— কুবলয় নয়না!! কিসলয় শয়নে,
কাটুক বঁধু সহ নিশি সুখ-গহনে।

বনদেবী— নিদ্রিত চন্দ্র সুনির্ম্মল নীরে,
সুপ্ত-বনান্তে, শ্যামল তীরে।
প্রেম-সুষুপ্তা শারদ বালা।
লুণ্ঠিত বক্ষে চম্পকমালা।

হেমন্তে।

বনদেবী— বিকশিত পুষ্পে নবতৃণ শষ্পে (১)
শোভিল নব হিম বিন্দু;
নির্ম্মল গগনে কুসুমিত বদনে
ভাতিল হিমকর ইন্দু।

(১) রতি সুখসারে গতমভিসারে, মদন মনোহর বেশং ইত্যাদির সুরে

দিগঙ্গনাগণ ঝাঁপিল আনন
তরল কুহেলির জালে ;
স্বপন মগন বিধু মোহ জড়িত মধু
আজি গহন ভরি ঢালে।

বনবধূ— নিরখি সখি কুঞ্জবন মোহ ছবি অঙ্কিত,
প্রীতিময় হৃদয় মম বিরহ-দুখ-শঙ্কিত।

বনদেবী— দূরে দূরে অতি মৃদু মধুরে
ঐ শুন বিহঙ্গ গাহে ;
নব অবগুণ্ঠন করি উন্মোচন
দিগঙ্গনাগণ চাহে।

সখী— পর সখি কঞ্চুক, অঞ্জন চক্ষে ;
লোধ্রকুসুম দুটি পর তব বক্ষে।

বনদেবী— মৃদু হিম পবনে শিহরিল শাখা ;
শিশির বিধৌতা শোভিল রাকা।

বনবধূ— গহন বনান্তে কুহেলি ভাসে ;
কাঁপই অন্তর বিরহ তরাসে।

সখী— রহ পতিসঙ্গে ; সুখ পরসঙ্গে
পাশর কল্পিত দুখ, সুখ-গহনে।

সুখ পরিণীতে! বিহঙ্গ-গীতে
যাপ যাপ তুমি সুখ-নিশি বিজনে।

বনদেবী— শোভিল হিমকর সুনীল গগনে;
সেবিত উপবন শীতল পবনে,
স্নিগ্ধ শিশিরময় কুসুম-সুগন্ধে।
গীতি রচিল কবি নব নব ছন্দে।



শিশিরে।

বনদেবী— শীতল পবনে কানন গহনে
বিরত বিহগকুল সুখময় নটনে।
বিষণ্ণ অম্বর, শীর্ণ সরোবর,
মলিন কমলদল অতি হিম পতনে।

বনবধূ— আজি সখি কুঞ্জবন বিরস অতি কেন গো!
শাখি'পর বিহগ যত হরষগত যেন গো!
বঁধূ কি মম এ গহন ছাড়ি চলি গেল রে?
পাশরিল আজি সখি কেলি-গৃহ খেল রে।
শিশিরময় কুসুমচয় শুষ্ক সখি হেরিয়া,
হৃদয় ভরি তাপ বহি' ভরমি বন ঘেরিয়া।

বনদেবী-- কুহেলিকা যবনিকাবৃত দিগ্ বিভাগে,

হিমানিপাত-সিতপর্ব্বত-শৃঙ্গ-গাত্রে,
বিশুষ্ক পল্লব দলে, মৃত পুষ্প পত্রে,
ভ্রমে বিষাদিত চিত্তে বন-বায়ু ধারা।

বনবধূ— মর্ম্মরিল পত্রদল কার পদ পাতনে ?

সখী— ধ্বনিল সখি শূন্যবন অনিল-বল তাড়নে।

বনদেবী— ছাইল সুনীল নভ মলিন নীহারিকা ;
নিরখি কৃশ চন্দ্রমুখ মলিন যত তারকা।

বনবধূ— বিরহ অসহরে! কহ সখি কহরে
কি করিব কুঞ্জবনে ?

সখী— রহ বঁধু আশে নিকুঞ্জবাসে
দুখময় সুখ-ভবনে।

বনদেবী— বিহগ, শিশিরপাতে ধুনিলা আর্দ্রপাখা।
শ্বসিল পবন কুঞ্জে, মর্ম্মরে শুষ্ক শাখা।
অবিরত বনবালা পীড়িতা হে অনঙ্গে।
বিরচিল কবিগাথা মালিনী সর্গভঙ্গে।



বসন্তে।

বনদেবী— নবকিশলয়দল শোভিল, মৃদু দোলিল (১)
বন লতিকা তরুসঙ্গে।
নন্দন বনফুল-গঞ্জন বন রঞ্জন
ফুটিল কুসুম শত অঙ্গে।
জয় জয় মন্মথ হে।
শ্যামল পত্র সুশোভিত অতি লোহিত
পলাশ চিত্ত বিদারে।
বিতরি মনোহর সৌরভ বন-গৌরব
ফুটিল বকুল মদভারে।
বেষ্টি' বিকচ নব মঞ্জরি অলি গুঞ্জরি
নিমগন নব মধুপানে।
সুরভিত অনিল সুপূজিত- বন কূজিত
মধুকল কোকিল গানে।
জয় জয় মন্মথ হে।

বনবধূ— রে সখি রে সখি উদিল বসন্ত ;
প্রফুল্লফুলসহ আইল কান্ত।

(১) "শ্রিত কমলা কুচমণ্ডল ধৃত কুণ্ডল কলিত ললিত বনমাল জয় জগদীশ হরে" এই সুরে।

সখী— পর সখি অংশুক রঞ্জিত কিংশুক
সুরম্য কুসুম্ভ বর্ণে।
অগ্র-নখে ক্রটি' শিরীশ ফুল দুটি,
কর অবতংসিত কর্ণে।
ললাট-লম্বিত কপোল-চুম্বিত
শোভিল কুন্তল চূর্ণ।
মধু-ফুল-আসব গন্ধে সখি তব
অনিন্দ্য আনন পূর্ণ।
পর ধনি, অঞ্জন খঞ্জন গঞ্জন
আয়ত নয়ন-বিলোলে।
যতন ভরে তুলি কোমল ফুল-কলি
পর ফুল-রেণু কপোলে।
অতি সুখ-গন্ধ স্ফুট সিত-কুন্দ
গ্রন্থহ চাঁচর কেশে ;
পর, ফুল-বালা, চম্পক-মালা
দ্বিতীয় মধু ঋতু বেশে।
চারু অধর কর রঞ্জিত সুন্দর
সুরভিত খদির সুরাগে ;
হার বিমণ্ডিত কর সখি সুগঠিত
সুপীন বক্ষবিভাগে।

পর, ফুল-বসনা মুখরিত রসনা,
রুনু-ঝুনু নূপুর পাদে ;
বিহঙ্গ-কূজিত- কানন পুলকিত
করহ মধুর তর নাদে।

বনদেবী— আজি গহন সব মদন-মহোৎসব
পূর্ণ।
প্রদোষ রক্তিম ঢালিল কুঙ্কুম
চূর্ণ ;
ব্যজনিল চামর অনিল মলয়চর
মন্দে ;
ফুটিল বকুল দল পূরি বনস্থল
গন্ধে।
হরিণী নাচিল, কোকিল গাহিল
গীতি ;
উথলিল গহনে নিকুঞ্জ ভবনে
প্রীতি।

সখী— হে স্মর, সুন্দর, মদন মনোহর,
অঙ্গজ মার, অনঙ্গ!
তব পরসাদে লভই বিষাদে
অভিমত সুখ পরিসঙ্গ।

বসন্ত সুন্দর অনুগত অনুচর ;
কোকিল দূত বিরাজে ;
যুবজন অন্তর- জগত-অধীশ্বর,
মনসিজ ! রহ মন মাঝে।

বনবধূ— পান করি পুষ্পমধু শিথিল তনু আলসে ;
ঢাল পিকমধুররব তৃষিত মম মানসে।

সখী— বঁধু সহ সখি রে রহ সুখ কুঞ্জে ;
তব সহ রজনী মধু-ঋতু ভুঞ্জে।

বনদেবী—
গাহে কোকিলচূত-চম্পক বনে, ঢালে সুধা চন্দ্রমা ;
হাসে কিংশুক পাটলা বিকশিয়া শোভা সুবর্ণোপমা।
পুষ্পামোদ-ভরে সমীরণ সদা ক্রীড়াবশে কম্পিত।
আনন্দে কবি বর্ণিলা বিরচিয়া শার্দ্দূল বিক্রীড়িত॥



মৃগয়া।

ও

লীলা।



মৃগয়া।



বংশীগোপাল।*

(অসম্পূর্ণ কথা)

(১)

নর্ম্মদা ক্ষত্রিয় বালা অনূঢ়া ষোড়শী, (১)
চারুরূপে করে আলা
নিরজন পর্ণশালা,
আলো করে হোমপুরী (২) একেলা রূপসী।

---

* বংশীগোপাল বহুদিন নিরুদ্দিষ্ট ছিলেন। একবার সোনপুর এবং সম্বলপুরে রাজভবনে সন্ন্যাসী বেশে দেখা দিয়াছিলেন মাত্র। পরে কোথায় গেলেন, কেহ জানে না।

(১) বলা বাহুল্য যে বয়ঃপ্রাপ্তা না হইলে ক্ষত্রিয় কুমারীর বিবাহ হয় না।

(২) হোমপুরী—বর্ত্তমান নাম হোমা। এই স্থান চিত্রোৎপলা বা মহানদী তীরে; গ্রামের শিবমন্দির নদীতটে প্রতিষ্ঠিত।

নেহারি তাহার মুখ
জননী পাশরে দুখ ;
সেই ত চাঁদের আলো বৈধব্য আঁধারে ;
আশ্রয়কলসী প্রায়
বুকে ধরি নর্ম্মদায়,
সন্তরিছে অনাথিনী দুস্তর সাগরে।
হোথা বহে সুচঞ্চলা
স্বচ্ছতোয়া চিত্রোৎপলা
উপল বিষম ভূমে কুলুধ্বনি করি।
কূলে কূলে মনলোভা
শ্যাম শৈল বনশোভা,
তার মাঝে শোভাময় শোভে হোমপুরী।
সুবিস্তৃত ছায়াতলে,
নদীতটে সেই স্থলে
প্রতিষ্ঠিত শিবমূর্ত্তি প্রস্তর মন্দিরে।
ভক্তিভরে গ্রামবাসী
নিত্য তাঁরে পূজে আসি,
মৃদঙ্গ, কাঁসর, ঘণ্টা বাজায়ে গম্ভীরে।
এ গ্রামের তিনি পাতা
শিবময় সিদ্ধিদাতা,
অদৃশ্য কৈলাস কেবা দেখেছে কোথায় ?

এই ত কৈলাসধাম,
সাধকের মনস্কাম
—ভাবে ভক্ত—নিত্য যথা পরিপূর্ণ হয়।

(২)

সমাপিয়া সন্ধ্যারতি, স্তব, আরাধনা,
যে যাহার ফিরিয়াছে আপনার ঘরে;
একেলা নর্ম্মদা শুধু চিন্তা নিমগনা
যুক্তকরে, ঊর্দ্ধ নেত্রে মন্দিরভিতরে।

যুবতীর অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্যের মত,
শ্যামপত্রে নদীজলে জ্যোছনার ধারা
সৃজি মধুময় মোহ, খেলিছে নিয়ত;
ভাতিছে যৌবনমদে চারু বসুন্ধরা।

"সদ্য সান্ধ্য ফুলমালা এনেছি সুন্দর,
লহ দেব উমাপতি, করিছি অর্পণ;
এই বর মাগি পায়ে, হে চন্দ্রশেখর,
পাই যেন প্রিয়পতি তোমার মতন।"

প্রাণের প্রার্থনা সহ ফুল্লফুলমালা,
স্থাপিল নর্ম্মদা, চন্দ্রশেখর চরণে;
বীণা-বিনিন্দিত স্বরে—শুনিল সে বালা—
ধ্বনিল "তথাস্তু" ধ্বনি দেবের ভবনে।

ভক্তিভরে গদ গদ পড়িল ধরায়,
প্রসারিল বাহুলতা স্পর্শিতে চরণ,
লুটায় চাঁচর কেশ শঙ্করের পায়,
দেবতার কৃপাবশে, অভিভূত মন!

যে পরশে রোমাঞ্চিত বসুধা যৌবনে,
শিহরি কদম্ব ফোটে, উছলে তটিনী,
যে পরশে বনে বনে শিখির নর্ত্তনে
বিমোহিতা মুগ্ধপ্রাণা বিবশা শিখিনী,

পরশিল সে পরশে কে গো নর্ম্মদায়?
চাহিয়া দেখিল বালা—বিমুগ্ধ নয়ন!
কে গড়িল রূপরাশি ত্রিদিব-সুধায়?
কে তুমি অনিন্দ্য মূর্ত্তি পুরুষ রতন?

"আমার মতন আমি, আর কেহ নাই।
করিয়াছি বালা তব প্রার্থনা পূরণ;
চল দোঁহে নদীকূলে চারুকুঞ্জে যাই;
বক্ষে চাপি রাখি তব নবীন যৌবন।"

নিশীথে একেলা বালা নিত্য আসে যায়,
নিত্য পূজে সদ্য ফুলে শিবের চরণ;

বহে নিত্য মহানদী নবীন ধারায় ;
নিত্য চরে বনে বনে নব সমীরণ।

(৩)

পাছে কথা লোকে শোনে,
মুখ লুকাইয়া কোণে
দিবানিশি কাঁদে মাতা শিরে কর হানি ;
রূপে, গুণে, শীলতায়
কে আঁটিত নর্ম্মদায় ?
ছিল কি রাজার ঘরে হেন রাজরাণী ?
কেহ কভু নাহি জানে
চাহিয়াছে কারো পানে,
দোহদ লক্ষণ তার ! একি হ'ল হায় !
সুধাইলে নাহি কয়,
জিজ্ঞাসিতে হয় ভয় ;
কণ্ঠভরা হলাহল গেলা হ'ল দায় !
কদিন লুকান যায় ?
শেষে কথা লোকে গায় ;
গ্রামেতে রটিল নাম "কুলকলঙ্কিনী।"
না চাহি জননী পানে,
লাজে, দুঃখে, অভিমানে,
নিশীথে তেজিল গৃহ শঙ্কর-সঙ্গিনী।

কেবা রাখে সমাচার
তার পর নর্ম্মদার,
কোথা হ'ল অস্তমিত সে রূপ যৌবন!
যথা হোক চলে গেছে,
মরেছে বা আছে বেঁচে,
স্থিতি-মৃত্যু কুলটার কে করে গণন?
পঞ্চদশ বর্ষ গত;
কলঙ্কের কথা যত
পাশরিল গ্রামবাসী; মরিল জননী।
অসীম কালের গায়
দু'দিনে নিবিয়া যায়
নর, নরকর্ম্মচিহ্ন, নরের অবনী।

(৪)

পার্ব্বতী চরণ-পদ্মে মত্ত মধুকর—
রাজা মধুকর সাএ (১) বিদিত ভুবনে।
তৃতীয় আত্মজ তাঁর
শ্রীবংশী গোপাল, যাঁর

(১) রাজা মধুকরসাএ (সাহ?) সম্বলপুরের পঞ্চম রাজা। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মদনগোপাল সোনপুর-রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা। তৃতীয় পুত্র বংশীগোপাল এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকার নায়ক।

নবীন যৌবনে শোভে রূপ মনোহর;
গোপিনীমোহন যেন চারু বৃন্দাবনে।
শ্রীবংশীগোপাল দেব মৃগয়ার তরে
স্থাপিলা শিবির শীর্ণা মালতীর তীরে।
শৈলে শৈলে বনে বনে,
ভ্রমি মৃগ অন্বেষণে
একদা সম্বর এক হেরিয়া প্রান্তরে,
যোজিলা শাণিত শর ধনুকে অচিরে।
'বিঁধিল বিঁধিল' কহে অনুচরগণ;
কিন্তু কোথা? বাতপ্রমী বায়ু ভর করি
প্রান্তর হইল পার:
ধাইলা পশ্চাতে তার
এক লম্ফে অশ্বে উঠি কুমার তখন;
ছোটে শত অনুচর পাদ অনুসরি।
পর্ব্বত অরণ্যময়, অনুচর যত
ছুটিতেছে চারিদিকে; কোথায় কুমার?
ডাকিছে বিপদ গণি;
ব্যঙ্গ করে প্রতিধ্বনি।
যত দিবা অবসান, চিন্তা বাড়ে তত!
গেল দিন, গেল রাতি, নাহি সমাচার।

(৫)

নিবিড় কানন-শ্রেণী, নীল সিন্ধু যেন
প্রসারিত দূর দুরান্তরে ;
মাঝে তার শৈলমালা, স্থির উর্ম্মি হেন
শোভিতেছে সে মহাসাগরে।
চারিদিকে রম্য ক্ষেত্র,—অসীম বিস্তার—
নরপদ চিহ্ন কোথা নাই।
অশ্বপৃষ্ঠে একা সেথা চাহিয়া কুমার
ভাবিছে দেখিনি হেন ঠাঁই।
অজানা কুসুমবাসে বায়ু সুরভিত,
লক্ষ পাখী করিছে কূজন ;
খরস্রোতা নির্ঝরিণী বহিতেছে কত
প্রেমরসে সিঞ্চিয়া ভুবন।
দেখিয়া দেখিয়া যেন ভরে না নয়ন ;
বাঁধি অশ্ব, বসিলা কুমার
শ্রান্ত দেহে শিলাতলে ভাবনিমগন।
এত শোভা প্রকৃতি তোমার ?
অপরাহ্ণ-রবিকরে রঞ্জিত কাননে
সুরঞ্জিত নির্ঝরিণী জলে
একি বিভাতিল দীপ্তি ! কে গো বিবসনে ?
বনদেবী তুমি বনস্থলে ?

হেরিলা কুমার, জলে অর্দ্ধ নিমজ্জিতা—
কি দিয়া তুলিব রূপ রাশি ?
প্রকৃতি ! রমণীরূপ-লাবণ্য-সজ্জিতা
আপনারে রেখেছ প্রকাশি ?

অরধ কপোল ছাপি অংশে পৃষ্ঠতলে
লুটাইছে চূরণ কুন্তল ;
বেষ্টিত অলকজালে বদন মণ্ডলে
ফুটিয়াছে শোভা নিরমল।

নীলকান্ত-নীল-পত্রে বেষ্টিত নলিনী,
নীলমেঘে কিম্বা সুধাকর,
কোথা পাবে এত শোভা ? সুধা এত খানি
ওঠেনি ত মথিয়া সাগর।

কি ছার হরিণী নেত্র, চটুল, চঞ্চল ;
মোহমদ পাইবে কোথায় ?
কোথা পাবে স্নিগ্ধ দীপ্তি, বহি গণ্ডস্থল
আসি যাহা অধরে লুটায় ?

মথিয়া ত্রিদিব-সুধা তুলি নবনীত
গড়িয়াছে সে চারু অধর ;
লভিবারে অমরতা কুমারের চিত
তাই বুঝি তৃষায় কাতর।

লাবণ্যের ঢেউ দুটি যৌবন-সাগরে
উঠি যেন শোভে বক্ষস্থল ;
তাপদগ্ধ জীবনের শান্তিলাভ তরে
ঝাঁপ দিতে কুমার পাগল।
দুঁহে চাহি দুঁহ পানে ভুলিল জগৎ ;
পুষ্পধন্বা ! একি খেলা তব ?
কোথায় মৃগয়া কোথা রাজত্ব সম্পদ্ ?
তুমি গড় রাজ্য অভিনব।

(৬)

প্রশান্ত গগন,
স্নিগ্ধ সমীরণ,
নীরব বিজন
কানন-ভূমি।
সবাই মধুর
প্রেমে ভরপুর
যেন গো বিধুর
কিরণ চুমি।
প্রেমের আবেশে
সম্ভোগের বশে

শীৎকারে হরষে
ঝরণা গায়।
লভি সম্মোহন
নব আলিঙ্গন,
তরুণ যৌবন
উছলি ধায়।
কানন অচল,
আকাশ ভূতল,
প্রেমেতে বিভল,
হইয়া আছে;
নন্দন কানন,
কিম্বা বৃন্দাবন,
কে করে তুলন
ইহার কাছে?
প্রেমে ঢল ঢল
দম্পতি যুগল
শোভি বনস্থল
পুলকে ভায়;
দেহ ব্যবধান
করি তিরোধান

দুইটি পরাণ
মিলিতে চায়।
মস্থন কোমল
চারু শষ্পদল
পেতেছে অচল
আসন শিরে ;
সুরভি-বাহন
নৈশ সমীরণ
বিজনে ব্যজন
করিছে ধীরে।
নীলাকাশ গায়
চাঁদ হেসে যায়,
নীল শষ্পে ভায়
যুগল চাঁদ ;
জ্যোছনা ভাতিল,
ভুবন মাতিল,
যামিনী ভাবিল
পূরিল সাধ।

(৭)

(গীতধ্বনি)

(সখা হে) জননী স্নেহময়ী,

কত যাতনা সহি
তেজিলা যে ভবন,
কাঁদিয়া,
সে ছার লোক-বাসে,
যাইতে কিবা আশে
বঁধু গো কহ মোরে
সাধিয়া ?
সেখানে ভয়ে ভয়ে
যুবতী কথা কহে,
অথবা প্রেম কথা
কহে না।
সেখানে সুখ আধা,
প্রেমেতে শত বাধা,
পরের সুখ কেহ
সহে না।
(বঁধু হে) রহ গো রহ হেথা,
তুলিয়ে বন লতা
নরের আবাস ভূমে
লওনা।
ছাড়িয়ে এ বিজন,
বঞ্জুল কুঞ্জবন,

যাইতে আমায় আর
বোলো না।
এ নব দূর্ব্বাদল,
শ্যামল বনস্থল,
মুক্ত গগন আর
পাব কি?
শিখিনী সাথে সেথা
নাচিব বল কোথা?
বিহগ সাথে গান
গাব কি?
হেথায় দেহ পরে
সমীর খেলা করে,
জ্যোছনা দেয় শশী
মাখিয়া;
ছি ছি ছি কিবা লাজে
বল বসন সাজে
রাখিব তনু খানি
ঢাকিয়া?
আলোকে বিধু ভায়,
আলোকে পাখী গায়,
মুকুলে শুকায় ফুল
আঁধারে।

ঢাকিলে লাজ-বাসে,
প্রেম কি ফুটে হাসে ?
বুঝি গো শুকায়ে যায়
সংসারে।
বঁধু গো রহ হেথা
দু'জনে মধু গাথা
গাহিয়া করি প্রেমে
আরতি,
শুনিবে সমীরণ,
গগন, শৈল, বন,
করুণাময়ী হেথা
প্রকৃতি।
বিজনে কিবা ভয়,
জনক মৃত্যুঞ্জয়
করিলা নিরাপদ
এ অচল ;
এস গো বাঁধ বুকে
ঘুমায়ে পড়ি সুখে,
স্বপনে চুমি প্রেম
পরিমল।



তপতী।*

(মহাভারত, আদি পর্ব্ব, ১৭১—১৭৩ অধ্যায়)

(১)

আবরিয়া চারুঅঙ্গ ঘন অন্ধকারে
বালিকা ধরণী ছিল বিষাদ-মগনা ;
চুম্বিল বালক ভানু প্রেমভরে তারে ;
খসিল দুকূল খানি, হাসিল ললনা।

দীপ্ত অনুরাগ মাখা প্রেম আলিঙ্গন
লভিয়া পুলকে বালা উঠিল শিহরি,
ফুটিল ধরণী অঙ্গে শ্যামল যৌবন ;
জনমিল প্রভাবতী তপতী সুন্দরী।

শৈলভূমে সুহাসিনী তপন দুহিতা
একাকিনী করে খেলা শিখরে শিখরে ;
উদিয়া যৌবন ধীরে শোভে দেহলতা ;
প্রেমের সুরভি ফুল ফুটিল অন্তরে।

(২)

কুরুবংশ অবতংশ রাজা সম্বরণ
একদা মৃগয়া তরে প্রবেশি কাননে

* 'তপতী' ও 'বংশীগোপাল' মৃগয়া কথায় আরব্ধ। তপতীর উপাখ্যান ভাগ মহাভারত হইতে গৃহীত, এবং বংশীগোপাল প্রবাদ কথা লইয়া রচিত।

হারাইয়া অশ্ব একা করেন ভ্রমণ
শৈল শিরে ধীরে ধীরে অবসন্ন মনে।

সুবর্ণ রঞ্জিত প্রভা নয়নের পথে
ভাতিল উজলি শৈল, উজলি কানন;
স্তম্ভিত নৃপতি চিত হেরি আচম্বিতে
স্নিগ্ধ অপার্থিব দীপ্তি নয়ন রঞ্জন।

আলোকে আলোকময়ী, মরি কি সুন্দর!
ফুটেছে সুবর্ণ-সরে সোণার কমল;
দলে দলে নব শোভা শোভে মনোহর,
দলে দলে পড়ে ঝরি দিব্য পরিমল।

বিথারে লাবণ্যদীপ্তি যুবতী তপতী,
নয়নে মাধুরি খেলে, লালসা অধরে,
বুকে খেলে ভালবাসা। হেরিল ভূপতি
অপরূপ রূপ-শোভা তৃষিত অন্তরে।

আগ্রহে প্রসারি বাহু কহে সম্বরণ;
"কে তুমি কানন মাঝে প্রকৃতি-সঙ্গিনি,
"এস কাছে, বাহুডোরে করিব বন্ধন,
"কাঁপিছে চঞ্চল বক্ষ, অনঙ্গ-মোহিনি!"

তরল আলোক মাঝে, দেখিতে দেখিতে,
তপতীর দীপ্ত দেহ গেল মিলাইয়া ;
নৃপতি, প্রেমের কথা কহিতে কহিতে
অলস অবশ হৃদে পড়ে মূরছিয়া।

(৩)

অবসন্ন অচেতন—বিদ্ধ প্রেমবাণে—
শায়িত শৈলের শিরে রাজা সম্বরণ।
অদৃশ্যে তপতী আসি বসিল শিথানে।
গগনে প্রদীপ্ত অতি মধ্যাহ্ন তপন।

"অনুরূপ বর এই মম তনয়ার"
ভাবিয়া করুণচিতে দেবপ্রভাকর
কহিলা ছায়ারে ; "প্রিয়ে বিস্তার তোমার
সুশীতল প্রতিবিম্ব ঢাকিয়া অম্বর"।

অনাতপে স্নিগ্ধ বিশ্ব হইল অমনি,
বহিয়া সৌরভ ধীরে বহিল পবন ;
পিতৃ-আশীর্ব্বাদ, দেবী তপন নন্দিনী—
লভিয়া ইঙ্গিতে, সুখে হইল মগন।

প্রেমের নিদেশে বালা তপতী, যতনে,
তুলি ভূপতির শির—ধূলায় লুণ্ঠিত—

রাখি চারু উরু পরে, আনত আননে
শীতলিল রাজদেহ নিঃশ্বাসে নিয়ত।

যে পরশে মোহবশে চেতনা এলায়,
জাগরিল সে পরশে রাজা সম্বরণ।
হরষে চেতনাটুকু পাছে ডুবে যায়—
বাহুডোরে তাই বালা করিল বন্ধন।

উরসে উরজ-চাপে উছলিল আশা,
নয়ন মদিরা ঢালে আলসি' হৃদয়,
জাগরিল সুধা-পানে অধরে লালসা,
সুপ্তিমাখা জাগরণ রচিল প্রণয়।

ফুলশর পরশে রসময় রভসে
শিহরিল গিরি, বন, নির্ঝর ঝরিল;
অভিনব সুন্দর বসন্ত উদিল।

অনিল-বিকম্পিত অলিকুলচুম্বিত
রাগসুরঞ্জিত কুসুম সুবাসে
ভরিল গহনবন নবমধুমাসে।

মুগ্ধ পরাণে সুললিত গানে

বিহঙ্গ দিশি দিশি ঘোষিল সঘনে ;

"সুখময় যৌবন, জীবন-গহনে"।



লীলা।



বংশীধ্বনি।

(হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদে পড়িতে হইবে)

(১) উদারা

এস তুমি কুসুম ময়ি
কুঞ্জ ভবনে।
কুসুম হাসে
সৌরভ বিথারি ধনি ;
হাস তুমি কুন্দ-দল-রদনে।
রাজ সখি ইন্দুমুখি
হৃদয় গগনে।
বিধুবিভাতে!
দীপ্তিময়ি, উজলি হৃদি
বরিষ তব হরষ-দিঠি সঘনে।
এস তুমি গীতময়ি,
চিত্ত গহনে।
বিহগ গাহে!

গাহ মধু নাদিনি,
গীত-রস-রসিত করি মদনে

---

(২) মুদারা

এস তুমি নিভৃত মম চিত্তবন বাসিনী!
ব্যর্থগত গীত কর সফল কলভাষিনি।
সফল কর বিফলগত মধুর মধুযামিনী।
এস মম শরণময়ি! এস বর কামিনী।

অবশ অতি অথির হৃদি; কি করি কহ অবলে
বাঁধ মম বক্ষে তব মৃদুল ভুজ যুগলে।
সুতনু! মম অতনু-জিত চিত্তলহ চরণে,
এস মম শরণময়ি, গহনবন শরণে।

রূপ-সর-সলিল তব কনকজিনি ঝলকে;
ঢালি পরিতপ্ততনু সন্তরিব পুলকে।
বীচি-পরিবাহ-চল কমল কলি উছলে!
এস মম শরণময়ি! ডুবিব সুখ সলিলে।

---

(৩) তারা

গাহ সুকান্ত সুরম্য বসন্ত!
রচি সুরুচির নব গীত নিবন্ধ।

গাহ হৃদয় নিতি হরষ বিষাদে
মঙ্গল গাথা—"জয় জয় রাধে"।

গাহ কুসুমকলি বিতরি সুগন্ধ ;
গাহ সমীরণ বহি মৃদু মন্দ।
গাহ সকল বন-তরু মন-সাধে
মঙ্গল গাথা—"জয় জয় রাধে"।

গুঞ্জর অলিকুল, গাহ বিহঙ্গ,
অভিনব রঙ্গে মোহি অনঙ্গ।
গাহ হৃদয় মম বেণুনিনাদে
মঙ্গল গাথা—"জয় জয় রাধে"।

প্রতিধ্বনি।

(১)

আজিতো সাঁঝে কুঞ্জমাঝে
যাবনা আমি ললিতে,
হেরিলে পুন সে শ্যামতনু
পারিব না যে চলিতে।
বাজিলে বাঁশি পড়িবে খসি
ধৈরযের গ্রন্থিরে ;

অবলা নারী হইব তারি
চরণে চির বন্দীরে। ১

সে যদি মোরে প্রেমের ডোরে—
না চাহে সখি বাঁধিতে?
উপেখি হাসি বাজায় বাঁশী?
বাঁচিব শুধু কাঁদিতে।

প্রেমের ব্যথা মনের কথা—
পারি কি সখি বলিতে?
যমুনা কূলে কুঞ্জতলে
যাবনা আর ললিতে। ২

(২)

একি চাতুরী হরি
বসন করি চুরি?
বিঁধিছ মোরে সরম-শরে
একি সাজে?
হেরগো ব্রীড়া ভরে
নয়ন ঢলে পড়ে;
কপোল মম পলাস সম
রাঙা লাজে

দেখনা বক্ষ উরু
কাঁপিছে দুরু দুরু।
বুঝিনু বঁধু   পাষাণ শুধু
হৃদিতল।
হরিছে লাজ-নতা
আমার দেহলতা!
বসন দেহ,   ঢাকিব দেহ;
ছাড় ছল।

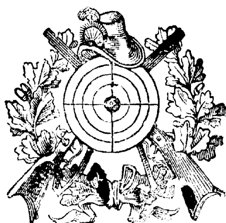
(৩)

পুরুষ কি অলি সই? কুসুম কি রমণী?
প্রফুল্ল সুরভিযুত
পরিমল পরিপ্লুত
তরুণ যৌবনে মধু—চাহে শুধু স্বজনি?
উড়িতে সে চাহে সদা?
প্রেমে নাহি পড়ে বাঁধা?
পুরুষ কি অলি সই? কুসুম কি রমণী?

পুরুষ কি খেলা চাহে? খেলনা কি ললনা?
ভালবাসা দূরে ফেলি
সে কি খালি চাহে কেলি?

নিটোল যৌবনে করে কন্দুকের তুলনা ?
কুন্তলের ছায়াতলে
আনন্দে প্রভাত কালে
পুরুষ কি খেলা চাহে ? খেলনা কি ললনা ?

পুরুষের সুধুহাসি ? কাঁদে একা অবলা ?
মিলনে বিরহজ্বালা ;
বুকে গাঁথি অশ্রুমালা।
সে চাহে তরল হাসি, আঁখি কোণে চপলা !
রোদন বেদন মাখা
চুম্বন না চাহে সখা
পুরুষের শুধু হাসি ? কাঁদে একা অবলা।




প্রেমবিকাশ।



প্রেমবিকাশ।

(পূর্ব্বাভাষ)





ক্ষুধা এবং প্রেম, এই দুইটি প্রবৃত্তি দ্বারা মানব সমাজ বর্দ্ধিত এবং সুরক্ষিত।(১) প্রেমই প্রধানতঃ কবিতার আত্মা এবং আখ্যানবস্তু। কবিতায়, প্রেমিকের প্রেমের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে; কিন্তু প্রেমের ইতিহাস বা ক্রমবিকাশ প্রদর্শন, কাব্যের আখ্যানবস্তু হইতে পারে কি না জানি না। যিনি বিকশিত পদ্মের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, তিনি কি পঙ্ক-প্রোথিত মূলটি তুলিয়া, বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিয়া সুখ পাইবেন?

(১) The edifice of the world is only sustained by the impulses of Hunger and Love—*Schiller.*

ঘৃণিত কীট, পরম পূজ্য মানবে পরিণত; নীচ স্বার্থপরতা হইতে মহিমাময়ী পরার্থপরতা বিকশিতা; বহুচারিণী স্বৈরিণী, ক্রমবিকাশ ফলে পতিপ্রাণা সতী। এ সকল কথা জানিলে পূজোর পূজায় ব্যতিক্রম ঘটিবে কেন? ইতিহাস, সকল জিনিষেরই আছে; প্রেমেরও আছে। তাই বলিয়া কি প্রেম মাহাত্ম্যশূন্য?

ক্রমবিকাশে বিবাহের দুইটি ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়; স্বগোত্র বিবাহ, এবং পরগোত্র বিবাহ। তদ্ব্যতীত অন্যান্য বিভাগ গুলির মধ্যে কোন্‌টির পর কোন্‌টির জন্ম, তাহা স্থির করা সুসাধ্য নহে। অবস্থা বিশেষে, কোন কোন সমাজে, হয়ত প্রকাশ্য বহুপতিত্ব অনুমোদিত বা প্রচলিত হয় নাই; কোন কোন সমাজের বাল্য ইতিহাসেও প্রকাশ্য বহুপত্নীত্ব দৃষ্ট হয় না। কিন্তু বিকাশতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে, মূলে সেগুলি আদৌ ছিল না ইহা স্বীকার করা যায় না। এই জন্য মেক্‌লিনেন্‌, টাইলর, স্পেন্সার, লিতর্নো প্রভৃতি সমাজতত্ত্ববিৎ-দিগের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া, ক্রমবিকাশের একটা ধারাবাহিকতা দেখাইয়াছি।

আমাদিগের অলঙ্কার শাস্ত্রে নায়িকাদিগের একটা শ্রেণী-বিভাগ আছে। প্রেমের ক্রমবিকাশ অঙ্কিত করিবার অভিপ্রায়ে আমি যে নূতন শ্রেণীবিভাগ করিয়াছি তাহাতেও কোথাও

কোথাও প্রাচীন অলঙ্কার প্রসিদ্ধ নায়িকার নাম, উপযোগীতা দৃষ্টে রক্ষা করিয়াছি। মৎপ্রদর্শিত নূতন বিভাগ, সূচীপত্রে দ্রষ্টব্য।

যে সকল নায়িকার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে যাহাদিগের অনুরূপ দৃষ্টান্ত প্রাচীন সাহিত্যে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাদিগকে দৃষ্টান্ত প্রসিদ্ধ নামে অভিহিত করিয়াছি। কোনও স্থায়ী সাহিত্যে যে শ্রেণীর নায়িকার টাইপ্ সৃষ্ট হয় নাই, সে শ্রেণীর নায়িকাদিগকে, শ্রেণীর অর্থবোধক অভিধা দ্বারা নামকরণ করিয়াছি। যথা, স্বৈরিণী শ্রেণীতে সূর্পনখা ও হিড়িম্বা; কিন্তু অপহৃতা শ্রেণীতে অপেতা এবং নীতা। কেইন্ এবং এবেলের পত্নী তাঁহাদিগের ভগিনী; কিন্তু বিদেশীয় দৃষ্টান্ত অনুপযোগী বলিয়া গ্রহণ করি নাই।

অন্যপূর্ব্বাকে বহুভর্ত্তৃকার অন্তর্গত করিয়াছি; বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই শ্রেণীবিভাগ যথাযথ বলিয়াই স্বীকৃত হইবে। ইংরাজীতে যাহাকে monogamy বলে, তাহার অতি উচ্চ আদর্শ রাম সীতায়। যে মহিমাময়ী দেবীর পবিত্র চিত্র কবিগুরুর দৈবী তুলিকায় চিত্রিত; এবং যে চিত্র, নব চিত্র-ফলকে শ্রীকণ্ঠ ভবভূতি দ্বারা সুসংযোজিত; সে চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা ধৃষ্টতা মাত্র। কিন্তু দেবী পূজায় সকলেই অধিকারী বলিয়া, এবং এই চিত্র না থাকিলে গ্রন্থ অসম্পূর্ণ হয় বলিয়া, পাঠকগণ যেন আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করেন।

সম্বলপুর }
মাঘ, ১৯৫৮ }



সূচীপত্র।



সূচীপত্র





দল ভোগিনী।

(পরিবারস্থ কাহারও প্রতি)

যাবে কি গো দলে বলে সবে বন মাঝে ?
রহিবেনা কেহ ?
তুমি রাখ ধনুশর ; থাক মোর কাছে
পরশিয়া দেহ।
মারিয়াছি দুটি পাখী, তুলিয়াছি ফল ;
খাইব দুজনে।
অঞ্জলি পূরিয়া আমি এনে দিব জল ;
যেওনাকো বনে।
যে যবে পরশ চাহ দেই অকাতরে
সুপ্ত—শ্রান্ত দেহে ;
অধীর আজি এ অঙ্গ সে পরশ তরে ;
রহ তুমি গেহে।



ভ্রাতৃ ভোগিনী।

(সহোদরদিগের প্রতি)

আমি— বলহীনা নারী আহরিতে নারি
মাংস ফল মূল আপনি ;
তোমরা সবাই এনে দাও ভাই
যখন যা চাই তখনি।
রহেনা যখন ক্ষুধার বেদন,
গালভরে যবে হাসিতে ;
নূতন ক্ষুধায় দেহ ভরে যায় ;
তখন (ও) সে ক্ষুধা নাশিতে,
মনের মতন করহ যতন
তোমরা সকলে সতত।
পুরুষ শরীর যেন রমণীর
অন্ন জল হাসি নিয়ত।
শ্রম ক্লেশে যবে অবশ হইবে
অচল শিখরে কাননে,
বিছাইয়া পাতা, বুকে রাখি মাথা,
তুষিব সকলে শয়নে।



স্বৈরিণী ।

(সামান্যা)

সূর্পনখা ।

হে পথিক, পথভ্রান্ত, মধ্যাহ্নে মৃগয়া শ্রান্ত,
এস, বস এই ছায়াতলে ।
যতনে পুঁছায়ে দিব স্বেদবিন্দু দেহে তব,
বক্ষ লগ্ন এ মোর অঞ্চলে ।
হাত বুলাইব অঙ্গে, দুদণ্ড রহিব সঙ্গে,
সুধাব, কহিব দুটো কথা ;
বিথারিব নিরমল দেহ শয্যা সুকোমল,
বিশ্রাম করিবে সুখে তথা ।
চাহিনা আশ্রয় কিম্বা সঙ্গ তব নিশি দিবা,
অঙ্গ খানি সুধু অঙ্গে ঢাল ।
যে যার আপন মনে যাব নিজ প্রয়োজনে
ক্ষণেক বাসিতে চাহি ভাল ।



স্বৈরিণী।

(ক্ষণনিয়মিতা)

হিড়িম্বা।

আমরি কি ভীম কান্তি, মাংসল, সবল!
যৌবন মদিরা মত্ত
উথলিত মোর চিত্ত
চাপিয়া রাখিত যদি ও ভুজ যুগল!
ওহে ভীম, বনভাগে
যুবতী শরণ মাগে ;
উপেক্ষিয়া যাবে তুমি প্রার্থনা তাহার?
কাম নিপীড়িতা বালা ;
তার মরমের জ্বালা
তুমি না ঘুচালে বীর, কে ঘুচাবে আর?
এস প্রিয়! সঙ্গোপনে
চন্দ্রালোকে বনে বনে
নিশীথে দুজনা মোরা করিব ভ্রমণ।
শৈলের শীতল গায়
বহিবে দক্ষিণ বায়,
আনন্দে দুজনা তথা করিব শয়ন।

নহে প্রিয়, চির স্থির
স্মর-ব্যথা রমণীর,
চঞ্চল লালসা তার ফুরাবে দুদিনে ;
কামিনী এ ভিক্ষা যাচে,
কিছু দিন থাক কাছে ;
কর যুবতীর চিত শান্ত, প্রেমদানে ।

অপহৃতা ।

অপেতা ।

কেন সে আমায় তীব্র মদিরায়
বিভল করিল ছলিয়া ?
মিটাইয়া তার তৃষা বাসনার
কেন গো গেল সে চলিয়া ?
কেন এ যৌবন করিল সেবন,
মোহ যদি তাহে ছিল না ?
কেন এ বদন করিল চুম্বন ?
কেন সে করিল ছলনা ?
পুরুষ যাহারে লভিবার তরে
আদরেতে দেহ পরশে,

ধন্য সেহি নারী। কপালে আমারি
ঘটিল বিষাদ হরষে!



অপহৃতা।

গীতা।

আমাদের পুরী করি পরাজয়
বীর আসি যবে উদিল,
চমকি পরাণ উঠিল; যখন
বিজয় বাজনা বাজিল।
নবীন যুবতী ছিল অগণন,
উপেক্ষি তাদেরে সকলে,
বীর দল পতি আগ্রহে আমায়
ধরিল আসিয়া সবলে।
আনন্দে সবাই করি কোলাহল
লুটিয়া আনিল আমারে;
আমার মতন মোহিনী রমণী
আছে কি জগত মাঝারে!
বীর যুবাগণ আসিয়া সতত
সেবিছে যৌবন আমারি

সুখে ভাসে প্রাণ! জেতা দলপতি
মুগ্ধ মম মুখ নেহারি।



পরকীয়া।

(সুখানুগা)

অহল্যা।

(১)

কেন গো বাঁধিল মোরে বিবাহের ডোরে?
অসহ্য বন্ধন!
কিবা সুখে সে সুখিনী পিঞ্জরের বিহগিনী?
প্রমুক্ত গগন
বিস্তীর্ণ শ্যামল বন হেরি কাঁদে অনুক্ষণ;
পীড়িত লৌহের দণ্ডে পক্ষ পুট তার।
তবু নিত্য ব্যথা মাখা ঝাপটে বাসনা-পাখা।
বধিতে যুবতী জনে একি কারাগার!

(২)

নিত্য যদি নব ঋতু না সাজাত তনু
ধরণী তোমার;

মোহিনী বলিয়া তোরে কে দেখিত আঁখি ভোরে
কহ অনিবার ?
হ'তে কি সুন্দর তুমি পুষ্পময়ী বন ভূমি ?
নিত্য নব নব ফুল না ফুটিলে হেসে ?
হে গগন, তব পটে কভু নীল শোভা ফোটে,
বিজুলি জড়িত ঘন কভু আসে ভেসে।

(৩)

বিচিত্রতা নাহি যদি প্রেমের সম্ভোগে
সে কি সুখময় ?
নিত্য যদি নবোৎসবে মন্দির নাহিক শোভে,
আঁধার আলয়।
জলাঞ্জলি দিয়া সাধে, বাসনা বিষাদে কাঁদে ;
যৌবন মন্দির মম পূর্ণ তমিস্রায়।
নির্ম্মম পুরুষ হৃদি, সৃজিল বিবাহ বিধি,
দহিতে রমণীগণে শত যাতনায়।

(৪)

ভাঙিয়া বালির বাঁধ, প্রেম-প্রবাহিনি,
বহে যা ছুটিয়া।
মুক্তপথে একাকিনী ওড় চিত্ত-বিহগিনি
পক্ষ বিধুনিয়া।

মিথ্যা কথা, কুল, লাজ ;　　এস তুমি দেবরাজ !
তৃপ্তকর ; ক্ষিপ্তপ্রাণ, নবভোগ আশে ।
যথা নব ফুল ফোটে,　　নব সমীরণ ছোটে,
এ নব যৌবন লয়ে যাব সেহি দেশে ।



পরকীয়া ।*

(প্রেমাধিনী)

রাধা ।

প্রেমপতি তুমি নাথ হৃদয় রঞ্জন,
তুমিই আমার পতি । অসার বন্ধন
রচিল মানব, স্বার্থে, বিবাহ সৃজিয়া ;
পারি কি রক্ষিতে তাহা প্রেমেতে মজিয়া ?
প্রেম স্রষ্টা প্রেমময় জগতের পতি ;
লঙ্ঘিয়া তাঁহার বিধি, নারী হবে সতী ?

হৃদয় না চাহে যারে, শরীর তাহার
সেবায় কেমনে দিব, করি ব্যভিচার ?
সতী নাম, জগতের কলঙ্ক অখ্যাতি ।
প্রেমের মন্দির দেহ, প্রেমে তার রতি ।
বিবাহের নামে নারী বার বিলাসিনী ।
আমি কুড়াইব নাম 'রাধা কলঙ্কিনী' ।

হৃদয়ের বাঁশী বাজে নিশ্বাসে তোমার ;
দর্শনে উছলে জল, চিত্ত যমুনার ;
পরশে যৌবন কুঞ্জে ফোটে নব ফুল ;
এ জীবন বৃন্দাবন সৌরভে আকুল।
প্রেমদীপ্ত পূর্ণিমায় নিত্য নব নব
রাস লীলা কর তুমি রাধিকা বল্লভ।



বহু ভর্ত্তৃকা।

(স্বীয়া)

দ্রৌপদী।

(পঞ্চ স্বামীর প্রতি)।

১

নারীর আরাধ্য তুমি, নরশ্রেষ্ঠ তুমি এ ভুবনে।
প্রেমের কুসুম ডালি
পাদ্য অর্ঘ্যে পায়ে ঢালি ;
অনবদ্য এ যৌবন, নৈবেদ্য তোমার শ্রীচরণে।
হৃদয়ের মঞ্চপরে
দ্রৌপদী আসন গড়ে ;
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, এস তুমি, বস সে আসনে।

জীবনে আদর্শ তুমি
কাম্য তুমি ওহে স্বামী,
আঁধারে আলোক তুমি, তুমি মম চালক জীবনে।
তুমি পুণ্য, তুমি স্বর্গ,
তুমি ফল—চতুর্ব্বর্গ;
ভক্ত আমি, দাসী আমি, ওহে প্রভু, জীবনে মরণে।
লহ দেব লহ লহ
তুচ্ছ এ মাটির দেহ,
পাও যদি প্রীতি দেব! এ অসার অঙ্গ আলিঙ্গনে।

২

অবলার সহায় সম্পদ, তুমি নাথ পাণ্ডব গৌরব।
তব অঙ্গে অঙ্গ রাখি,
তব বক্ষে মাথা ঢাকি,
নিত্য নিরাপদে আমি, ভুঞ্জি যত আনন্দ উৎসব।
ওহে ভীম, বীর তুমি,
অবলা আশ্রিতা আমি;
প্রসারিত রাখ নাথ আর্ত্তত্রাণ বাহুযুগ তব।
অঙ্গদানে এ অঙ্গনা
করে সুধু উপাসনা;
আর কিবা উপহার দেবে গো সে? কি আছে বিভব?

সুখী আমি; এ যৌবন
তব আদরের ধন!
প্রীত আমি, প্রীত তুমি যবে, লভি, প্রেমের সৌরভ।
পারি কি গো প্রীতি দিয়া
তুষিতে তোমার হিয়া?
যাহা চাহ লহ নাথ; তব সুখে চিরসুখী হব।

৩

প্রেমাধিনী কৃষ্ণা তব; এস কাছে ওহে ধনঞ্জয়!
করেছি কপোলতল
গন্ধরজে সুকোমল,
পরশ কপোলে তব, সুখে শিহরিব; প্রেমময়!
মরমের কথা যত
মুখে মোর ফোটে না ত;
ফুটাইয়া লহ তারে পীড়িয়া অধর; সুধাময়।
বুক দিয়া শুন সুখে
যে ভাষা কাঁপিছে বুকে;
মর্ম্মে শুন মর্ম্মবাণী, ওহে নর্ম্মকেলি-রসময়।
প্রেমের অলস রসে
আঁখি মোর মুদে আসে;
জাগাও চুম্বনে তারে, নেহারিব মুখ; সুখময়!

এ যৌবন সুরুচির
লহ কান্ত! কামিনীর
গতি তুমি ; দেহ পতি, প্রীতি-বিলসিত সুখচয়।

৪

কি ভূষণে বিভূষিবে মোরে, ওহে ললনা-রঞ্জন ?
কোথা পেলে হে নকুল !
এত মালা—এত ফুল ?
কুসুমে সাজাবে যদি, খোল তবে মুকুতা রতন।
খুলিয়া কাণের দুল
পরাও শিরীষ ফুল ;
মালতীর মালা দিয়ে কর তবে কবরী রচন।
খুলি হার, দেহ গলে
দুলাইয়া বক্ষতলে
নব মল্লিকার মালা চারু করে গাঁথিয়া চিকণ।
খুলি কাঞ্চী, গুণমণি !
কি পরাবে কহ শুনি ?
কি কুসুম নাচি সুখে, করিবে গো মধুর নিক্কণ ?
যা পরাও তুমি গায়,
তাই বড় শোভা পায়।
কুসুম-কোমল-করে কর অঙ্গে কুসুম বর্ষণ।

৫

সত্য কহ সহদেব! দেখনি কখন হেন আঁখি?
ঘনকৃষ্ণ নীল তারা?
চাহনি অপাঙ্গ ভরা?
চিত কি মোহিত তব, সত্য কহ, এ মুখ নিরখি?
সত্য কি অঙ্গুলি গুলি
অনিন্দ্য চম্পক কলি?
আমার রূপের ধ্যানে, সত্য সখা, নিত্য হও সুখী?
কথা কহে যাজ্ঞসেনী—
সেই কি সঙ্গীতধ্বনি
কর্ণে তব? তুচ্ছ কর তন্ত্রী গীতি, বসন্তের পাখী?
নিত্য বসি পাদমূলে,
দেখ মোরে বিশ্বভুলে?
এত মনোহর সখা, এত কি সুন্দর—তব সখী?
কাছে এস, আঁখি ভরে'
দেখ তবে দেখ মোরে;
এ অঙ্গ সুন্দর যদি, লাজ-বাসে রাখিব না ঢাকি।



বহু ভর্ত্তৃকা।

(অন্যপূর্ব্বা)

তারা।

আমি দুখিনী রমণী পতি বিরহিনী,
সুখিনী করহ আমারে।
আমি প্রফুল্ল যুবতী, প্রেমের আরতি
করিব আদরে তোমারে।
বালির হৃদয় নিত্য সুখময়
করিতাম আমি ; জান না ?
ওহে নবস্বামী, প্রেমময়ী আমি,
প্রেমে পুরাইব বাসনা।
দাসী হয়ে রব, চরণ সেবিব,
সুখে দুখে হব সঙ্গিনী ;
সদা সুধাময় করিব হৃদয়,
হইব হৃদয়-রঙ্গিনী।

সপত্নীবতী।

(সুখিনী)

মন্দোদরী।

১

অতুল গৌরবময় তুমি লঙ্কেশ্বর ;
স্বর্ণলঙ্কা চরণে তোমার।

আপনি ত্রিদশ পতি　　করেন আরতি স্তুতি,
দান করি কত উপহার।
হেরি তব প্রভা, বীর্য্য,　ম্লান সদা চন্দ্র সূর্য্য,
গাহে সিন্ধু মহিমা নিয়ত।
যশোগীতি, দশানন,　　বন্দিনী রমণীগণ
গাহে, চিত্ত করি পুলকিত।

২

শত শত বর নারী　　সেবিছে চরণ,
ঢালিয়া যৌবন পদতলে;
লভি তব আলিঙ্গন　　সুখিনী রমণীগণ;
মন্দোদরী সুখিনী ভূতলে।
বিপুল উরসে তব　　বক্ষ রাখি সুখী হব,
হেন ভাগ্য, কৃপা বিধাতার।
মম প্রেমে তব চিত　　হয় যদি পুলকিত,
ধন্য হবে এ দাসী তোমার।

৩

সকল সপত্নী মিলি　　আজি পুর মাঝে,
চিত্ত তব করি বিনোদন।
যাহার যে অঙ্গ শোভা,　তব চক্ষে মনলোভা,
সে অঙ্গ করিব নিবেদন।

গাহিব নাচিব কেহ, আলিঙ্গিব কেহ দেহ,
কেহ মুখ করিব চুম্বন ;
সুধু চাহি মুখ পানে, নীরবে প্রণয় দানে,
কেহ প্রাণ করিব অর্পণ।

সপত্নীবতী।

(খণ্ডিতা)

সত্যভামা।

তুমি যাও হে হরি তেজি এ পুরী,
হেথা কি সুখ আছে বা!
দেখ পুরাণ ফুলে, ভ্রমর, ভুলে'
মধু কি কভু যাচে গা ?
ওগো মধুর তর অধর যার,
চুমিও তুমি তাহারে ;
জানি নবীনা অতি সেহি যুবতী,
তুষিবে চিত বিহারে।
তারি কবরী ভরি পরায়ো হরি,
কুসুম-সার পারিজাত ;
ছাড় চরণ ছাড়, পীরিতি ছাড়,
চরণে করি প্রণিপাত।

সপত্নীবতী।

(ক্ষুব্ধা)

বাসবদত্তা।

কানন-অঞ্চল-বৃতা অচলশায়িনী
নির্ঝরিণী সম, বক্ষে সদা লুক্কায়িত
প্রেমের নির্ঝর মম স্বতঃ প্রবাহিনী,
চরণ যুগল তাঁর করিল সিঞ্চিত।

সুখের মন্দির তাঁর করিনু গঠন
নবীন যৌবন দিয়া ; শুভ্র সুকোমল
অনুরাগ বিথারিয়া রচিনু শয়ন
সোহাগ পর্য্যঙ্ক পরি। সকলি বিফল ?

কি কুক্ষণে সাগরিকা প্রবেশিলি পুরে ;
হরিলি জীবন রত্ন ! কি হবে জীবনে ?
আমার প্রেমের হার বিলুণ্ঠিত দূরে ;
নবহার গলে তাঁর, সহিব কেমনে ?

ছিল এই বক্ষভরা সুধু প্রেম রাশি,
—প্রেম রমণীর প্রাণ—সে প্রেমে যতনে

গড়িনু মূরতি তাঁর। তাই ভাল বাসি
জীবন মরণ ভুলি জীবন-রমনে।

না ভাঙিলে প্রাণ মম, না বধিলে মোরে,
পারে কি সেবিতে কেহ সে চারু চরণ ?
সাগরিকা ! সাগরিকা ! ভালবাসি তোরে ;
তুই কি হরিবি মোর জীবন রতন ?

নব ফুল্ল রক্তাধর, অঙ্গে তরুণতা,
সুধু সেই প্রলোভনে সত্য কি ভুলিবে
অপার্থিব প্রেম তুমি, প্রাণের দেবতা ?
সমুজ্জ্বল ধূলিকণা, স্বর্ণে পরাজিবে ?

অফুরন্ত বহে যথা সুখিনী তটিনী
ঢালি সিন্ধু বক্ষে নিত্য-সঞ্চিত-জীবন,
বহিল তেমতি মম প্রীতি প্রবাহিনী।
অতুল রমণী জন্ম, ভাবিনু তখন।

ওই রে বারিধি হোথা, তটিনী হেথায়।
কে আনিল মাঝে তার মরুর প্রান্তর ?
হে সিন্ধু ! তরঙ্গে দলি সে মরু হেলায়,
লহ গো তটিনী ধারা সুনীল সুন্দর।



দেবী।



সীতা।

ভুবন বন্দিনি
জনক নন্দিনি !
লহ আসন মম রসনায়।

কৃপা যাচে কবি—
নিজে গাহ দেবি !
প্রেম সঙ্গীত পুণ্য রসময়।



সীতা।

(১)

প্রেম আবাহন।

নব নীরদে শ্যাম শরদে
প্রফুল্ল নব উৎপল দল দলিয়া,
রচিল অঙ্গ বুঝি অনঙ্গ,
অঙ্গনাচিত পুলকে পূরাবে বলিয়া।
নব মেঘে যে মেখে রেখেছে
ঝলক ভরা তরল থির বিজুলি।
চোখে, অধরে, কত বিধুরে
বিভাতে কম-কৌমুদী, চিত উজলি।
মৃদু অনিলে, সর-সলিলে,
কমল-দলে, কমল-কর রচিত;
হরি চন্দন সম নন্দন
সরস সেহ পরশে, দেহ লুলিত।
দুখ-ভঞ্জন, সুখ রঞ্জন,
হৃদয় মন বন্দন অভিরাম হে!
ভর পুলকে, প্রেমে, আলোকে,
আমার চিত মন্দির অবিরাম হে।



সীতা।

(২)

প্রেম বন্দনা।

কাছে এস,—আরও কাছে; ওহে প্রাণারাম!
বক্ষ মাঝে রুদ্ধ প্রাণ;
দেহে দেহে ব্যবধান,
চঞ্চল লালসা মম তাই অবিরাম।
প্রেমের সলিল-স্রোতে
প্রাণ দুটি এক সাথে
মিলিয়া—মিশিয়া যদি রহিত ভাসিয়া;
তৃষিত প্রাণের মুখে
করিতাম পান সুখে
ত্রিদিব অমৃত কত পরাণে পশিয়া।
প্রাণ আলিঙ্গন তরে
ডুবি তব বক্ষ-সরে;
পাশরি' মাটির ধরা পাশরি' যাতনা।
প্রাণে যেন প্রাণ লাগে!
আবার এ অঙ্গ জাগে!
কেমনে হারায়ে ফেলি এ জড় চেতনা?

নয়নে, অধর 'পরে,
প্রাণ বুঝি খেলা করে ;
নয়ন অধর দিয়া পরশিছ তাই ?
এই কি গো সুধা ভরা
বহিছে প্রেমের ধারা ?
জীবন মরণ ভুলে আজি ডুবে যাই।
প্রেমে আজি মুক্তিদান
কর তুমি প্রাণারাম ;
তুমি পতি, তুমি গতি, তুমি নারায়ণ।
কোথা তুমি ? আমি কোথা ?
কোথা হর্ষ ? কোথা ব্যথা ?
ডুবিল, ডুবিল মম সুপ্তি জাগরণ।



সীতা।

(৩)

প্রেম পূজা।

এহি কানন গহন, হৃদয় মোহন !
পর্ণশয্যা ভূতলে,

জানিনি ত আগে, এত ভাল লাগে।
ছিল এত সুখ বিরলে

দেখ কেমন আকাশ, কেমন বাতাস,
কত ছায়াতরু, ঝরণা
কতনা সুন্দর শোভে সরোবর,
চাঁদে ঝরে কত করুণা।

হেথা প্রেম কুতুকিনী সদা বিহগিনী,
সুখিনী হরিণী, ময়ূরী।
শতেক লতায় কুসুম হেথায়
ফুটেছে কেমন, আমরি!

আমি তারকা খচিত আকাশের মত
কুসুমে তোমায় ভূষিব।
চাঁদের মতন ঢালিয়া কিরণ
প্রেমেতে হৃদয় তুষিব

দেখ আজি এ নিশায় সুখের আশায়,
যামিনী যে আছে জাগিয়া
তাহারি মতন মেলিয়া নয়ন
মুখ পানে রব চাহিয়া

এস, সুখেতে শ্রান্ত হৃদয়, কান্ত!
চরণ প্রান্তে রাখিব।
তরল স্নিগ্ধ সুরভি-দিগ্ধ
প্রেম দিয়া হিয়া মাথিব।

সীতা।

(৪)

প্রেম ধ্যান।

প্রিয় পঞ্চবটী বনে চিত্র কুঞ্জে নিরজনে
কোথা সে নয়নানন্দ কহ গোদাবরি?
সুখ স্মৃতি মাখা তব হৃদয় পরশি রব;
ঢালগো তাপিত বক্ষে করুণা লহরী।
লতায় পাতায় ফুলে সরসীর শ্যাম কূলে,
গিরি শিরে, তব নীরে, সুধু রাম নাম;
আজি এই জনস্থানে ছায়া কাঁপে রাম নামে,
করি সে নামের ধ্বনি পাখী গাহে গান।
নিশ্বাসে শোণিতে মাথা— পরাণের বুকে আঁকা
প্রীতি যাঁর, ছবি যাঁর, কোথা সে দেবতা?
নিত্য পূজি পাদ যাঁর ঢালি ভক্তি অশ্রুধার,
কোথা সে চরমগতি, প্রেমে মুক্তি দাতা!

ওই পুনঃ পম্পাসরে কল হংস গান করে,
গগনে বলাকা যেন তোরণে গ্রথিত ;
ওই রে আকাশ গায় ক্রৌঞ্চ গীতি ভেসে যায়,
আনন্দে ময়ূর পুনঃ গাহে কেকাগীত।

প্রকৃতির প্রেম পুরে, কার প্রাণ প্রেমে পূরে
কহিব প্রেমের কথা প্রেমের ইঙ্গিতে ?
কোক বধূ যবে দুখে কাঁদিবে ; কাহার বুকে
মুখ রাখি যাচিব সে বিরহ ভাঙিতে ?

দীপ্তি হীন দুটি আঁখি আজি করপুটে ঢাকি
ধ্যান করি পদ যুগ বিরলে বিজনে।
আজি শ্যাম চিত্র পটে আজি এ তটিনী তটে
হে দেব ! প্রকাশ তনু জলদ বরণে।

কে তুমি দুখিনী বালা ? সীতার মরম জ্বালা
মর্ম্মে অনুভবি, বল, কাঁদ অনিবার ?
এস দুঁহে গলা ধরি রাম নাম গান করি ;
কাছে এস প্রিয় সখি বাসন্তি আমার।

ভারত চরণে যাঁর, এ দাসী হৃদয়ে তাঁর ;
আদরের আদরিণী আমি জান নাকি ?

প্রেমময় মোর স্বামী, প্রেমে ভাগ্যবতী আমি;
অভাগিনী নহি আমি, দুখিনী জানকী।
প্রাণে প্রাণ আছে গাঁথা, ভিন্ন নহে রাম সীতা।
প্রজার রঞ্জনে দুঃখ কেন না সহিব?
আত্ম সুখ অন্বেষণে না তুষি সন্ততিগণে,
অকলঙ্ক রাম নামে কলঙ্ক আনিব?
কি দুখে দুখিনী সীতা, জান না কি সেহি কথা?
একাকিনী নহে সে যে গহন বাসিনী।
অযোধ্যার সিংহাসন, আজি যে গহন বন!
কি যে ব্যথা বুকে তাঁর জানে বিরহিনী।
চিরদিন মোর তরে সে কমল-আঁখি ঝরে;
এ দুঃখ কহিব কারে, সহিব কেমনে?
কুশাগ্র বিঁধিলে পায় এ যে বুক ফেটে যায়!
হায়রে সন্তাপে তাঁর রহিনু বিজনে!
কপোলে কপোল রাখি, আঁখি দিয়া আঁখি ঢাকি,
আর কি তুষিতে তাঁরে পারিব কখন?
এস দুঁহে গলা ধরি রাম নাম গান করি;
ধ্যান ভরে, বুকে কোরে, সে রাঙ্গা চরণ।



সীতা।

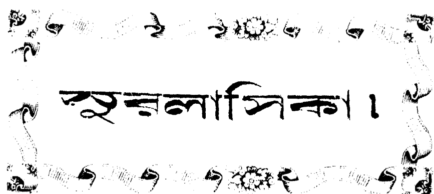
(৫)

মুক্তি।

হে কুমার! আজি একবার
বিশ্বমঞ্চে দাঁড়াইয়া, ছাপিয়া গগন,
পুণ্য-পূরিত দেব-চরিত
গাহ, মধু মাখা শিশুকণ্ঠে, রামায়ণ।
স্তন্য পীযূষে, সুধা ভরাসে
রাম নাম, করি পান, প্রাণ পেয়েছিলে।
পুণ্য তপোবনে প্রথম বচনে
প্রাণ ভরা ওই নাম দু'হে গেয়েছিলে।
বিশ্বজন, শুনি রামায়ণ,
পাশরিবে পাপ তাপ; গাহ মধুস্বরে।
দুখ-অন্তে, সুবসন্তে,
অভিভূত চিত আজি মম সুখ-ভরে।

সমাপ্ত।




স্বরলাসিকা।



স্বরলাসিকা।

শান্তনু।

(নারীরূপিণী গঙ্গার প্রতি)

(১)

সৈকতে একাকিনী
কে তুমি বিনোদিনী ?
রমণী-মণি এহি ভুবনে !
কে গো গঙ্গার মত বিজন-বাহিনী, ললনে ?
যৌবন, কূলভরা ;
ভ্রূভঙ্গ, স্রোত-ধারা ;
তরঙ্গ, অঙ্গছাপি উছলে !
কে গো গঙ্গার মত কল-কল্লোলিনী, ভূতলে ?

মানস প্রভাসিনী,
হৃদয় প্রসাদিনী,
অঙ্গে আলস-রস-দায়িনী!
কে গো গঙ্গার মত ত্রিপথগামিনী, ভামিনি।
বিশদ হাসি রাশি
অধরে খেলে ভাসি,
ভাতিছে জ্যোতি যেন স্বরগে।
কে গো গঙ্গার মত পুণ্য-সলিলা, সুভগে?
গভীর হৃদি তল
প্রেমেতে টল মল,
অকূলে নাচে জল, আমরি!
কে গো গঙ্গার মত গভীর-সলিলা, সুন্দরি?
স্বচ্ছ নিরমল,
স্নিগ্ধ সুশীতল,
তরঙ্গ-চঞ্চল রূপ-সলিলে,
আমি ঢালিব তনু—অতনু-তাপিত, চঞ্চলে!

(২)

ওগো তাপবিনাশিনি গঙ্গে!
বহি রূপ-তরঙ্গ-ভঙ্গে—
ঢালি পুণ্য সলিল অঙ্গে, বরদে,
এস হৃদি সৈকতে হৃদয়মোহিনি প্রমদে।



পৃথা।

(সূর্য্যের প্রতি)

(আবাহন)

কিবা মনোহর নব বিভাকর,
উদয়-অচলে উদিল !
তরুণ কিরণে সোণার বরণে
কি শোভা গগনে ফুটিল !
কানন, অচল, নীল-সিন্ধু জল,
তরল-আলোক-আভাতে
শোভি' শ্যাম তনু, হে বালক ভানু,
সম্ভাষে তোমায় প্রভাতে।
গগন-বিহারি ! মরতের নারী
ডাকিছে তোমারে আদরে ;
মুখপানে তার চাহ একবার,
করহ করুণা কাতরে।

(ধ্যান)

পশ্চিম অচলে কোথা যাও চলে ?
কেনবা বিলম্ব আসিতে ?
নয়ন-রঞ্জন বালক তপন !
কোথা থাক তুমি নিশিতে ?

অতি বিষাদিনী আমি ও ধরণী
আঁধারে বিরহ-মগনা—
কত যে রোদন করি দুইজন
তাহা কি গো তুমি জাননা ?
ধরার বদন করিছ চুম্বন
প্রেমের সোহাগে পুলকে ;—
নয়ন-আসার- শিশিরে তাহার
কিরণের হাসি ঝলকে।
এহি অভাগিনী প্রেম ভিখারিনী,
কাটাবে জীবন বিরসে ?
একাকিনী পৃথা কাঁদিবে কি বৃথা ?
প্রেমে কি বঞ্চিতা রবে সে ?
ধরার মতন অটুট যৌবন
প্রফুল্ল বদন নাহিরে !
তবুও তোমায় পাগলিনী প্রায়
বুকে ধরিবারে চাহিরে।
স্বরগবিহারি ! মরতের নারী
তব প্রেমকর পাবে কি ?
পৃথার জীবন নবীন যৌবন,
চরণে সঁপিলে লবে কি ?

(প্রার্থনা)

রঞ্জিত কর নয়ন-সলিল
অঞ্চিত তব কিরণে!
চুম্বন কর বিরস কপোল
প্রভাসি' প্রেমের দীপনে।
উন্নত মম উরজ-অচল
কনক গঠিত দীপ্ত,
লহ গো আসন বাসনা-বিভল
-যৌবন করি তৃপ্ত।
সুন্দর তব দীপ্ত বদন
প্রেমের আবেগে চুমিয়া,
জীবনের সরে সরোজিনী সম
আহ্লাদে রব ফুটিয়া।



মাদ্রী।

রজনী আমার আঁধার নিত্য
নিয়ত পোহায় রোদনে;
সুখের শয়নে যৌবনে আমি মলিনা।

প্রেমভরা এহি বক্ষের তুঙ্গিমা
সোহাগ রঙ্গিমা বদনে,
আপনা বিষাদে হবেকি বিজনে বিলীনা? ১

রঞ্জিতে আখি- রঞ্জনে যত
অঞ্জন পরি নয়নে,
অশ্রু সলিলে কপোলে ঢালে সে কালিমা।
গন্ধ-সলিল -সিক্ত কবরী
এলাইয়ে পড়ে শয়নে,
বিরাজে সুধুই কুন্তল তলে নীলিমা। ২
গন্ধ-রজ যত মাখিগো হরষে—
উরসে কপোলে যতনে,
লুণ্ঠিত মম অঞ্চলে যায় পুঁছিয়া।
তাম্বূল রাগ মিলায় অধরে
সীধুর সুরভি বদনে;
যায় রে রজনী বৃথা প্রসাধন রচিয়া। ৩
তৃষিত কণ্ঠ প্রেম পিপাসায়,
শোভে সরোবর অদূরে,
বাড়ায়ে স্নিগ্ধ সলিল-দৃশ্যে যাতনা।
অঙ্গ পরশি উড়িছে ভৃঙ্গ,
নাহি করে পান মধুরে;
গুঞ্জরে সুধু জাগায়ে কুসুমে চেতনা।

মন্থন করি জীবন-সিন্ধু,
উঠে যে প্রেমের অমৃত,
কেবা নাহি চায় করিবারে পান ভুবনে ?
নবীন যৌবনে পতি গো আমার
প্রেমে উদাসীন সতত !
মন্মথ সাজে তেয়াগী কুসুম কাননে। ৫
নব মধুমাসে জীবন কুঞ্জে
যৌবন উঠি ফুটিয়া
আপনা গন্ধে আপনি অন্ধ হইল।
উছলি সিন্ধু —অকূলে ক্ষুব্ধ—
বেলা ভূমে পড়ে লুটিয়া ;
লহরী-ভঙ্গিমা লহরী-লীলায় ফুরাল। ৬



উষা।

(স্বপ্নে অনিরুদ্ধকে দেখিয়া, চিত্র লেখার প্রতি)

(১)

কেন গো সজনি রজনী পোহায়
ভাঙিয়া সুখের স্বপ্ন ?
কোথা সে আমার পুরুষ সুজন
রমণী-জীবন-রত্ন ?

রুদ্ধ ভবনে কেমনে না জানি
উদিল গো অনিরুদ্ধ !
হরিয়া পরাণ করিল আমার
হৃদয় প্রণয়-লুব্ধ।
সঙ্গীত-রসে মগ্ন নয়ন
প্রেমভরে করে নৃত্য ;
সঙ্গম-সুখ -মদিরা অধরে
পাগল করিল চিত্ত।
কুসুম গঠিত দেহ মনোহর
বিথারিল ফুল গন্ধ।
সুখের নেশায় অবশ করিয়া
উদিল হৃদয়ানন্দ।

(২)

ললিত পরশে লুলিত অঙ্গ,
লালসা জাগিল অন্তরে ;
অধীর হইল কঞ্চুক মম,
টুটিল লাজের বন্ধরে।
নিশ্বাসে তার বিশ্বাস সখি
বিচরিল আসি বক্ষে ;
নবীন বিশ্ব মোহন দৃশ্যে
ভাতিল আমার চক্ষে।

টলমল হিয়া প্রেম মদিরায়,
আলসে মানস ভ্রান্ত ;
মুদিয়া নয়ন বদন হেরিনু
মদন-মোহন কান্ত।

(৩)

নিশার স্বপ্ন প্রভাতে পালায় !
জীবন স্বপ্ন নহে কি ?
দুখ যাতনায় আসেরে মরণ ;
সুখের জীবন রহে কি ?
এ দুখ নিশার আঁধার বাড়িবে
ক্ষণিকের সুখ সপনে ;
যাবে গো জীবন যৌবন সখি
বিজনে বিরহ-রোদনে।

(৪)

যে সুধার লাগি যুবতি-হৃদয়
তৃষায় কাতর নিত্য,
কেনরে বিধাতা পুরুষের তনু
করিল সে সুধা সিক্ত ?
পুরুষ পরশে রমণীর প্রাণে
হরষ, জীবন, দীপ্তি ;
পুরুষ স্বপ্নে রচিল বিধাতা
কামিনীর সুখ-সুপ্তি।

(৫)

আঁধার ভাসিছে নয়নে আমার
কোথা গেল বল কান্ত ?
যাও সখি যাও আনগো ডাকিয়া,
করহ হৃদয় শান্ত।
তেজি স্মর-পুরী মদনানন্দ
যদি না আসিতে চাহে—
অভাগী উষার প্রেম নিবেদন
জানায়ো যতনে তাহে ;
নবীন মদন- ভবন হেথায়
দুজনা বসিয়া গড়িব,
যৌবন-মধু বিতরি তাহার
হৃদয় স্নিগ্ধ করিব।



গুণকেশী।

(ইন্দ্রের সারথী মাতলির দুহিতা গুণকেশী, নিরুপমা সুন্দরী ছিলেন ; স্বর্গে ও মর্ত্তে অনুরূপ পাত্র না পাইয়া, মাতলি, উপযুক্ত বরের অন্বেষণে পাতালপুরে গমন করিয়াছিলেন। ইতি মহাভারত উদ্যোগ পর্ব্ব।)

(১)

অপরূপ রূপের শোভায়
কেন গো গড়িলে মোরে দেব প্রজাপতি ?

মুকুরে আনন দেখি,　　ঝলকে আপনা আঁখি
　　অতুল প্রভায়।
কেন বিরচিলে বিধি এ হেন মূরতি ?
আলোকিব কার সন্ধ্যা রূপ-চন্দ্রিকায় ?

(২)

"নাহি ফুল নন্দনে এমন"
কহিলা আদরে মোরে দেব শচীপতি ;
রতি ভ্রমে স্মর মোরে　　সম্ভাষিয়া প্রেমভরে
　　নেহারে আনন ;
রমা ভ্রমে রমাপতি　　করেন আরতি।
ত্রিদিব মোহিনী আমি অতুল রতন।

(৩)

　　কেন এত রূপরাশি হায়
দিয়াছে বিধাতা মোরে,　বাড়াতে যাতনা ?
শূন্য এহি চরাচর ;　　দেবতা গন্ধর্ব্ব নর,
　　ত্রিদিবে ধরায়—
কেহ নাহি যে আমার　পূরাবে বাসনা ?
দগ্ধ হবে অঙ্গ মম রূপের শিখায় ?

(৪)

　　লালসায় হৃদয় আকুল।
মথিছে হৃদয় নিত্য প্রতপ্ত কামনা।

আজি এ জীবন-গাঙে যৌবন-জোয়ারে ভাঙে
ধৈরযের কূল।
কোথারে জলধি মম ? বিধির ছলনা !—
সৃজিলে তটিনী সুধু তরঙ্গে ব্যাকুল !

(৫)

ফুল-কলি পূর্ণ পরিমলে
ফোটে যবে শোভা ভরে কাননে কাননে ;
ভ্রমর গুঞ্জন করে ; অনিল আদর ভরে
করে তারে কোলে।
আমি একা বিরহিণী নবীন যৌবনে ?
প্রাণের দোসর মম নাহি বিশ্বতলে ?

(৬)

নির্ব্বাপিতে মরমের জ্বালা,
সুরধুনী জলে অঙ্গ ঢালি অনিবার ;
বসি কল্প বৃক্ষ ছায়, তবু তাপ নাহি যায় ;
বুকে পরি মালা
তুলি বাছা বাছা ফুল সুগন্ধি অপার ;
সমধিক বাসনা যে সে বাসে চঞ্চলা !

(৭)

শুন কেশী রূপসী আদরে—
সঁপিবে যৌবন তার, এস প্রিয় কেহ।

কান্ত কেহ এস হেথা ; কে আছে কামিনী কোথা
ত্রিলোক ভিতরে--
প্রেমে যার এত সুধা রূপে এত মোহ ?
এত খানি ভাল বাসা কাহার অন্তরে ?

(৮)

আমি ফুল ফুল্ল মনোহর,—
শোভায় ফুটেছে দল কতনা বরণে!
বায়ু পথে স্বৈরগতি এস মুগ্ধ প্রজাপতি ;
এসগো ভ্রমর।
পাতালে মরতে স্বর্গে, কে আছ বিজনে ?
দিব দিব্য প্রেমসঙ্গ, এসহে সুন্দর !

(৯)

প্রেম ভরা আমি নব ঘন ;
সুধু বরষিয়া ধারা সুখী হতে চাই !
বুকে ধ্বনি গুরু গুরু, কাঁপিছে নিতম্ব উরু,
অধীর যৌবন।
আয়রে চাতক তোর পিয়াস মিটাই ;
নয়নে চপলা-হাসি রঞ্জিবে নয়ন।

(১০)

আমি নন্দন বন স্বরগে ;
সন্তানক পারিজাত মন্দার শোভিত।

অশোক, উৎপল হেথা, চূত, নবমল্লি হোথা,
ফুটেছে গরবে;
কোথা বা কমল-কলি, কনক-গঠিত।
এস সখা, এস; প্রাণ ভরিব সৌরভে।

(১১)

আমি যা চাহ সকলি হব!
জাগরণে হব খেলা, নিদ্রায় স্বপন।
মিটাব বাসনা ক্ষুধা; অমিশ্র আনন্দ সুধা
সতত ঢালিব।
সম্ভোগে হইব তব সুখের জীবন;
নয়নে আলোক; প্রাণে আনন্দ উৎসব।

(১২)

কে আছ সুন্দর মনোহর;
এসগো করহ মম কামনা পূরণ।
প্রেমের কুসুমে নব গড়িব প্রতিমা তব
ওহে প্রাণেশ্বর।
মানব হইয়া মোরে কর আলিঙ্গন।
দেবতা হইয়া কর বিমুগ্ধ অন্তর।



অর্জ্জুন।

১। স্বর্গে

ওগো উর্ব্বশী,
তুমি ত্রিদিব-মোহিনী রূপসী!
মর্ত্তের কোন মলিনতা
তোমার অঙ্গে নাহি কোথা;
আছ মন্দার সম
নিত্য সুষমা
বিকাশি!
চারু হাসিনী,
তুমি অমর ভবন বাসিনী।
নরের দুঃখ বেদনা,
তোমার হৃদয়ে বাধে না!
তাই সুখের কুঞ্জে
নিয়ত মঞ্জু-
ভাষিনী।
বরবর্ণিনী,
সুর অপ্সরোগণ বন্দিনী!
উজল রূপের আলোকে
বিবুধ-নয়ন ঝলকে।
মরি স্তম্ভিত দেব

সঙ্গীতে তব
ভামিনী!
সুর যুবতি,
তব ফুল্ল-কমল-মূরতি
ভাসিছে স্বর্গ সরসীতে;
অক্ষম নর পরশিতে।
সুধু স্তব্ধ নেত্রে
করে গো পার্থ
আরতি।



অর্জ্জুন।

২। মর্ত্তে

সুভদ্রে! তামসী নিশি আবরিল বিশ্ব আসি,
হের একবার।
দয়াময় বিধাতার আদি সৃষ্টি করুণার
এহি অন্ধকার।
নিখিল জগৎ সুপ্ত; বিশ্বের বিদ্বেষ লুপ্ত;
প্রশান্ত অম্বর।
স্থির দিঠি (প্রেমভরা) বিকাশি', অগণ্য তারা
শোভিছে সুন্দর।

অজ্জুর্ন।

আশার নিশ্বাসরূপে সমীরণ চুপে চুপে
বহিছে মধুর।
প্রেয়সিরে দুইজনে এস এহি শুভক্ষণে
যাই বহু দূর। (১)

অজিন বল্কল বাসে ছিনু আমি বন বাসে ;
সন্ন্যাসীর মত ;
গিরি নির্ঝরিনী কূলে, গুহামাঝে, তরু মূলে,
ছিনু ধ্যানরত।
সুকঠোর সে সাধনে লভিয়াছি তোমা ধনে
ওহে পুণ্য-ফল !
সযতনে বুকে তাই লুকায়ে রাখিতে চাই,
জীবন সম্বল।
এস তবে সঙ্গোপনে এ নিশিতে দুইজনে
প্রফুল্ল অন্তরে,
উড়ে যাইশূন্য পথে প্রেমের পুষ্পক রথে,
দূর দূরান্তরে। (২)

তোমারি প্রেমেতে প্রিয়ে তপস্বী সাজিব গিয়ে
সুদূর ভবনে ;
কুন্তলের ছায়া তলে, অধর-নিঝর-কূলে
রহিব বিজনে।

চাহিয়া তোমার পানে আঁখি রবে তব ধ্যানে
হে প্রেম পুতলি !
প্রেমের বন্দনা গানে নিত্য নব রস প্রাণে
উঠিবে উছলি।
লভিয়া সাধন-ফল (তব প্রেম নিরমল),
রহিব উল্লাসে।
চল তবে দোঁহে যাই তেজি এ নিঠুর ঠাঁই
সুদূর প্রবাসে।



চিত্রাঙ্গদা।

(অর্জ্জুনের উদ্দেশে)

(১)

আবার কানন ভরি ফুটিয়াছে ফুলরে
তটিনীর কূলে ;
শোভি পুনঃ সরোবর সরোজিনী মনোহর
নাচে দুলে দুলে।
কানন তটিনী গিরি সুখে বিচরণ করি
মৃদুল মলয় বায় ধীরে ধীরে বহিল ;
মধুকলে বিহগিনী প্রেম গীতি গাহিল।

আর কি এ শোভা হেরি, মোর শোভা অনুসরি,
সুখময় ধনঞ্জয় এ কাননে আসিবে ?
আবার কি প্রিয়সখা মোরে ভাল বাসিবে ?
নব অরবিন্দ বলি কে আজি আনন তুলি
সুরভি লভিতে গিয়া ধীরে ধীরে চুমিবে ?
উৎপল রয়েছে ফুটি বলি কে নয়ন দুটি—
কোমল অধর দিয়া মৃদু মৃদু চাপিবে ?
এ মোর যৌবন ফুল্ল নব মল্লিকার তুল্য
বলিয়া কে প্রেমভরে বাহুডোরে বাঁধিবে ?
স্মরি পূর্ব্ব সুখ কথা, আজিগো বিজনে হেথা
বিষাদিনী অভাগিনী একাকিনী কাঁদিবে !

(২)

কোথা ইন্দ্রপ্রস্থ ধাম হস্তিনা কোথায় রে ?
কোথা মণিপুর।
আর কি হেরিব হায় প্রেমমাখা জ্যোছনায়
বদন বিধুর ?
পুত্রহীন পিতা মম স্নেহ তাঁর অনুপম ;
আমি পুত্র কন্যা তাঁর নয়ন পুতলি।

* অর্জ্জুন যখন চিত্রাঙ্গাকে বিবাহ করিতে চাহেন, তখন মণিপুর পতি এই সত্য বদ্ধ করাইয়াছিলেন, যে চিত্রাঙ্গদা একমাত্র কন্যা বলিয়া, মণিপুরেই থাকিবে।—

তোমাবিনা কিন্তু পার্থ আমার জীবন ব্যর্থ ;
এ প্রাণ তোমারি তরে উঠিছে উছলি।
পুরুষ বোঝেনা কভু নারীর কামনারে
যাতনা বেদন।
বুকে নিদারুণ ব্যথা, লাজে না কহিনু কথা ;
বিফল রোদন !
চিত্রাঙ্গদা কাঁদে হেথা ; কোথা পার্থ তুমি কোথা ?
বিজনে স্মরিব সুধু প্রেম-আলিঙ্গন।
সুখ-স্মৃতি বহি বুকে জীবন কাটাব দুখে।
যাবেরে যৌবন বহি ; যাবেরে জীবন।



উত্তরা।

(মুগ্ধা নবোঢ়া)

আমি যে লাজে মরি
মুকুরে রূপ হেরি ;
দেখাব মুখ তারে
কেমনে ?
সে আসি প্রেমভরে
হেরিতে চাহে মোরে ;

ঢাকিয়ে মুখ খানি
বসনে।
সে যে গো মনোহর
নবীন বিভাকর!
তারে কি দীপ-শিখা
দেখাব?
এছার প্রসাধন,
অসার আভরণ,
তাহে কি সে রতনে
ভুলাব?
হেরিলে একবার
উদার বক্ষতার,
বুকে কি হারপরা
সাজে গো?
নয়নে হেরি তার
আলোক প্রতিভার,
আপনি মুদি আঁখি
লাজে গো!
পরশে মরি মরি,
হরষে ফেটে পড়ি;
সরমে তবু কথা
ফোটে না!

হেরিতে মুখতার
বাসনা অনিবার,
তবুও আঁখি পাতা
ওঠেনা।



উত্তরা।

আদৃতা

লাজের বাসে   পার কি সখি
রাখিতে ঢাকি আপনায় ?
বিকচ নব   কুসুমটি কি
আবরি রাখে কিসলয় ?
লালসা আসি   চমকি যায়
আঁখির পাতা ভাঙিয়া ;
বাসনা যে গো   ফুটিয়া ভায়
কপোল-তল রাঙিয়া !
অধর ছাপি   উছলি চলে
তরল-সুধা কামনার ;
বাঁধিয়া বাঁধ   রদন-দলে
রুধিবে সখি কেমনে আর ?

আকুল যবে প্রাণের ভাষা
বক্ষমাঝে গরজে গো!
মর্ম্ম কথা প্রেমের আশা
কাঁপিয়া উঠে উরজে গো!
রুদ্ধ সেই বুকের বাণী
বক্ষ পাতি শুনিতে চাই,—
তখনো সখি, লাজ যে টানি
আঁচল খানি রাখেগো হায়।
কুসুম-দলে ফুটেছে যেরে
অমল শোভা মাধুরিময়;
আবরি তারে রাখিবে কিরে
নবীন লাজ-কিসলয়?



অভিমন্যু।

(উত্তরার মন্দিরে)

(১)

ঐ বাজে রণ-ভেরী বিদারি অম্বররে
সমর প্রাঙ্গনে।
সিক্ত নব নীলোৎপল —আঁখি দুটি নিরমল—
তেজিব কেমনে?

সুধালে কহে না কথা ; বুকেতে রাখিয়া মাথা
ভরিল মরম বালা, মরম-বেদনে।
অভিমান কাঁপে ঠোঁটে —সুধা উছলিয়া ওঠে,
স্নেহের তরঙ্গ ছোটে উরজ-কম্পনে।

(২)

পরাগ-জলদ ভেদি ঝলকে বিজুলিরে
কোদণ্ড টঙ্কারে ;
দম্ভোলি নির্ঘোষ সম উদিল ভীষণ স্বন
রথীর হুঙ্কারে।
বরষিছে আঁখি দুটি কাতর করুণ দিঠি ;
পারিকি তেজিয়া এরে করিতে গমন ?
কেমনে মোচিব আর কণ্ঠলগ্ন অবলার
সোহাগের আলিঙ্গন, বাহুর বেষ্টন ?

(৩)

কি ছার সমর-শঙ্খে করিব নিনাদ রে ?
নিষ্ঠুর সমর।
কম্বুকণ্ঠ করে ধরি আবেগে চুম্বন করি
প্রিয়ার অধর।
কি ব্যূহ ভেদিব ছার ? প্রেম-ব্যূহে প্রমদার
প্রবেশি রহিব আমি বন্দী চিরতরে।
মরমে বহিয়া জ্বালা কাঁদিছে অবলা বালা ;
কোথা রবে বীরপণা উপেক্ষিলে তারে ?

(৪)

চাহি না লভিতে রণে বীরের গৌরব রে!
কর্ত্তব্য-আহ্বানে
হয়েছি সমরে ব্রতী। তবু হেরি এ মূরতি,
এই আলিঙ্গনে—
ভুলে যাই স্বার্থভরা অসার মাটির ধরা,
তুচ্ছ করি যশকীর্ত্তি অস্থির চঞ্চল;
ভাবি, এহি প্রেমোচ্ছ্বাসে বীরগর্ব্ব যাক্ ভেসে;
প্রেমেতে লভিয়ে স্বর্গ অক্ষয় অটল।

(৫)

বাজে পুনঃ রণভেরী বিদারি অম্বর রে
সমর প্রাঙ্গনে!
সুধু ক্ষণিকের তরে একবার দেহ মোরে
বিদায় অঙ্গনে!
দেব সম হব প্রিয়ে অমর, অমৃত পিয়ে;
এস গো চুম্বন করি অধরে নয়নে।
কর্ম্মবলে কর বলী, দেহ গো উৎসাহ ঢালি
বক্ষমাঝে, প্রেমময়ি, বক্ষের কম্পনে!

কুন্তী।

(পাণ্ডুর প্রতি)

(১)

যিনি জীবনের আলোকের
চির উৎস জগতে,
যাঁর করুণায় প্রতিমায়
পূজা নিত্য মরতে;
ভক্তিভরে তাঁর মহিমার
কত পূজা করিনু,
তাই সুবিমল অচঞ্চল
যৌবন ধন লভিনু।
এযে যৌবন নিরুপম
নিরমাল্য দেবতার;
কাম লালসায় কেন তায়
চাহ তুমি অনিবার?
প্রেমে চাহে যে বা স্মর-সেবা
ধূলি মাখা বাসনা,
অন্ধ তমিস্রায় ডুবে যায়
বিশ্বেতার চেতনা।

(২)

তুমি ধর্ম্মরূপে এস ; সঁপে
দিব মম যৌবন ;
তুমি লোক হিতে হরষেতে
করহ আলিঙ্গন।
যথা প্রভঞ্জন সমীরণ
করিয়ে প্রবাহিত,
করে তাপভরা দগ্ধ ধরা
সতত প্রশমিত ;
পূত প্রেমে ভরে কর মোরে
সুখময়ী তেমনি।
দেবতা তুমি স্বামী দেবী আমি ;
নহি আমি কামিনী।
তুমি দেবোপম —ইন্দ্র সম—
মূরতি ধর ভুবনে।
আমি নহি রতি, প্রিয় পতি,
পত্নী আমি ভবনে।





কবি-ভারতী।

কবি-ভারতী।

কলিকা ও ফুল।

(১)

যবে দেখেছিনু তায় প্রভাত প্রভায়
বসন্ত কুঞ্জ কাননে,—
সেহি অস্ফুটদল কলিকা বিমল
মৃদু বিচলিত পবনে,
সেথা ছেয়ে ছিল তার ঘিরি চারিধার
ফোটা ফুল কত বর্ণে ;
সে যে পরাজি সবায় রূপের আভায়
ছিল গো মুদ্রিত পর্ণে।

(২)

মৃদু বহিল সমীর, গাহিল অধীর
কোকিল, অখিল মোহিয়া ;
কত মধু মাস আসি গেল হাসি হাসি
কলিকার মুখ চাহিয়া।

শেষে ফুটিল রে কবে এমন গরবে
শতেক শোভন দলে গো ?
আজি বসন্ত আপনি হেরি মুখ খানি
বিহরে চরণ-তলে গো !

(৩)

তার পর্ণে পর্ণে সোণার বর্ণে
উজলি উঠিছে বিধুরে !
ওগো ছেয়ে শতদল সুরভি অমল
উছলি উঠিছে সীধুরে !
নব সমীরণ ধায় সুখের আশায়
সুরভি তাহার যাচিয়া।
কত গুঞ্জরে অলি কুঞ্জের তলে
বিহগেরা গায় নাচিয়া।



স্তুতি।

সঁপিয়াছিনু চরণে যবে ভক্তিভরে পরাণি,
বিকচ নব যৌবনের সুষমা আমি হেরি নি।
সুদূর হতে আসিয়াছিল সুরভি সুধু পবনে,
মাতিল তাহে মানস দেবী, পূজিনু পদ বিজনে।
নয়ন যদি অমৃত নদী না হত তব না হত,—

জ্যোছনা মাখা লহরী তাহে যদিও নাহি খেলিত,
না হত যদি কপোল তলে অরুণ আভা বিম্বিত,
ঊষার রাগে না হত যদি বিম্বাধর রঞ্জিত,—
তবুও তব মানস-শোভা রহিত চিতে চিত্রিত,
পরাণ মম চরণে তব শরণ লয়ে রহিত।
না হতে যদি যুবতী তুমি, না হতে যদি সুন্দরী,
তবুও প্রীতি ভকতি মম হইত তব কিঙ্করী।
রমণীমণি! রূপসী তুমি, যুবতী, অতি মোহিনী।
সাহস ভরে চরণ খানি চাহিয়া তাই চাহিনি।
ঊর্দ্ধে সতী, পুণ্যময় শুভ্র তব আসনে
বসিয়া, সুধু হেরিয়ো মোরে করুণা ভরা নয়নে।



প্রণত।

এস নেমে এস দেবি গো!
রাঙা পা দুখানি সেবিব।
বিলাসের ধূলি, বাসনা পবন,
পারে না যথায় করিতে গমন,
হৃদয়ের সেহি ঊর্দ্ধ শিখরে
পেতেছি আসন দেবি গো!
(তুমি) এস গো চরণ সেবিব।

ফুটায়ে কপোলে অরুণ বরণ,
অধরে মধুর বিধুর কিরণ,
বরষি নয়নে ত্রিদিব দীপ্তি,
এস দেবি সুধু হেরিব।
(সুধু) চরণ দুখানি সেবিব।
নীরব আমার তন্ত্রীটি তুলি,
চম্পাক-কলি অঙ্গুলি গুলি
পরশি মুখর কর একবার,
নব ভাবে প্রাণ ভরিব ;
(আর) চরণ-কমল সেবিব।
অমৃত-নিচিত কণ্ঠে তোমার
সঙ্গীত যদি ঝরে একবার,
ললিত ছন্দে মিশিয়া ভাসিয়া
শ্রীপদ-প্রান্তে পড়িব।
(দেবি) এস গো চরণ সেবিব।



পরিচয়।

সৃষ্টির পূর্ব্বাহ্নকালে ফুটিল নলিনী
ধাতার মানস সরোবরে ;

রঞ্জিত সহস্রদল কাঁপিল অমনি
আপনারি সৌরভের ভরে।
প্রফুল্ল কমলদলে সুরভির শ্বাসে
জনমিল প্রণয়ী যুগল,—
সাবিত্রী গায়ত্রী দেবী প্রজাপতি পাশে—
যেন দুটী নবীন উৎপল।
পদ্মের চুম্বনে পদ্ম ফোটে চারি ভিতে,
সরোবর উথলে উল্লাসে ;
সেই আদি প্রেমরাগ ফুটিল মহীতে,
সেই আদি প্রণয়-বিলাসে।
প্রণয়ের শুভ্র-হাসে লয়ে শুভ্রদল
ফোটে চারু নলিনী সুন্দরী ;
প্রেমের সঙ্গমে ফোটে রমণী উৎপল,
শুভ্ররূপা দেবী বাণীশ্বরী।
শ্বেত পদ্মাসনে দেবী লইলা আসন
গীতিস্বর বাজিয়া উঠিল ;
নীরব নিস্পন্দ বিশ্বে জাগিল জীবন,
জগতের জড়তা ঘুচিল।
সেই দৈবী গীতিস্বরে লভিলা জনম
দুটি পুত্র কুলের তিলক ;
তাঁদের যশের গীতি সাগর জঙ্গম
নিত্য গাহে বাড়ায়ে পুলক।

সরিৎ পুলিনে নাকি শুনি একজন
ধীবরের গৃহেতে পালিত ;
বল্মীকের স্তুপতলে সমাধি মগন,
আর জন ছিলেন শায়িত।
তাঁদের স্নেহের কোলে বিজন গহনে
কন্যাসম বাড়িনু আদরে
ফুটিল অতুল রূপ অটুট যৌবনে ;
নব আশা উদিল অন্তরে।
স্বয়ম্বর-সভা আমি করিনু সে বনে
লভিবারে পতি মনোমত ;
লভিবারে বরমাল্য আসিল বিজনে
সুজন পুরুষ কত শত।
রাজনীতি-বিশারদ পণ্ডিত প্রবর
যাচিলেন প্রণয় আমার,
আততায়ী জানি তাঁরে হইনু অন্তর,
সসঙ্কোচে করি নমস্কার।
তর্কে পটু দার্শনিক মীমাংসা তৎপর
হইলেন প্রেম প্রার্থী আসি ;
হেরি শুষ্ক মুখ তাঁর রুক্ষ কলেবর
দূরে গেনু সভয়ে নিঃশ্বাসি।
"শাস্ত্র-পারদর্শী আমি ধর্ম্মতত্ত্বে পটু,
কর মোর জীবন সফল"

বলিয়া কহিল এক ব্রাহ্মণের বটু—
হৃদি-শূন্য মস্তিষ্ক সম্বল।
সভয়ে নমিয়া তাঁয় হনু অগ্রসর ;
ভাবিলাম কি হবে আমার।
বুঝি মিলিল না আর অনুরূপ বর
বৃথা রূপ যৌবন অসার।
চতুর্থ সুজন এক হেরিনু সম্মুখে,
নাম তাঁর কুবের পণ্ডিত ;
নানা ছন্দে রচি ঘর বিরাজেন সুখে,
শব্দরাশি ভাণ্ডারে সঞ্চিত।
ভুলাতে রমণী চিত্ত কত অলঙ্কার
এনেছিল গাঁথিয়া যতনে ;
কহিলা সম্ভাষি মোরে, "লহ উপহার,
সাজ ধনী নব আভরণে।
"চল, মোর ছন্দ-গৃহ রচিত কৌশলে,
দুজনে করিব সুখে ঘর।"
বুঝিলাম, ধনী মোরে বাঁধিয়া শৃঙ্খলে
নিতে চাহে ; উপজিল ডর।
জনম নলিনী কূলে, বাড়িনু কাননে,
পুলিনে প্রান্তরে সুখ পাই ;
শাব্দ-ছন্দ-কারা-গৃহে পশিব কেমনে,
স্বাধীনতা যথা মোর নাই ?

ধাতব এ অলঙ্কারে ভোলেনাক মন,
তৃপ্তি শুধু পুষ্প আভরণে ;
কহিলাম, ক্ষমা কর পাণ্ডিত সুজন,
যেতে নারি তোমার ভবনে।
হেরিলাম তার পর যুবা একজন
ধন রত্ন কিছু নাহি তার ;
দারিদ্র্য সম্বল, তবু শুধু অনুক্ষণ
বনে আর পর্ব্বতে বিহার।
মানবের সুখ দুঃখ হরষ যাতনা
প্রাণ মাঝে করে অনুভব ;
তাই লয়ে করে সদা সঙ্গীত রচনা,
তাই তার সমগ্র বিভব।
সুধাময় হৃদয়ের প্রেম অনুরাগ,
নয়নের জ্যোতিতে বিম্বিত,
প্রশান্ত ললাটে চারু কল্পনার দাগ
পরিস্ফুট রয়েছে চিত্রিত।
স্থির নেত্রে মোর পানে রহিল চাহিয়া
মুখে নাহি সরিল বচন ;
সে দৃষ্টিতে প্রাণ মোর গেল বিগলিয়া,
তাহাকেই করিনু বরণ।
পরশিয়া কর মোর অর্দ্ধরুদ্ধ স্বরে
কহিল "জানকি তুমি রাণী,

"চিরদিন ভ্রমিয়াছে পর্ব্বতে প্রান্তরে
কার তরে আমার পরাণী ?
"একেলা কল্পনা সাথী ছিল সাথে সাথে—
লহ তারে তোমার সেবায় ;
"চল মোরা ভ্রমি বিশ্ব ধরি হাতে হাতে,
অন্য সুখ কি আছে ধরায় ?
"দরিদ্র দম্পতি মোরা, তাহে দুঃখ নাই ;
ধন রত্ন লয়ে কি করিব ?
যথায় সৌন্দর্য্য ফোটে বসি সেই ঠাঁই
দুজনায় সঙ্গীত গাহিব"।



বাধা।

(১)

শতেক বাঁধনে সংসার বাঁধা,
প্রাণ গুলি বাঁধা নিগড়ে।
লাজ ভয়ে ঢাকা, ফোটে আধা আধা
প্রেম ফুল, বন নিবিড়ে।

ছুটিতে রুদ্ধ বাসনা-পবন
লুটায় শৈল চরণে ;

ঊর্দ্ধে নেহারি অসীম গগন
ব্যথা জাগে তার পরণে।

দুদিনের তরে বেঁধেছি ভবন,
তবুও বাঁধন এত গো!
দুদিনের সুখে এ দুখ দহন
কেমনে সহিবে চিত গো?

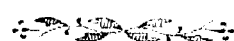
আপনা মানস-মন্দিরে,
আপনা পরাণ বন্দীরে!
আপনি বিথারি পাশ আপনারি
হৃদয়ে আঁটিনু গ্রন্থিরে।

(২)

জীবনের পারে ওরে প্রাণ তোর
এ প্রেম পিপাসা হবে না।
আঁধারে খসিলে বন্ধন ডোর
এ বাসনা আর রবে না।

অজানা সুখের স্বপন গড়িয়া
ঘুমাতে চাহে না চেতনা;
হেথা যে সজাগ জীবন ভরিয়া
বাড়িয়া উঠিছে বেদনা!

প্রেমের পরশে হৃদয় গ্রন্থি
যা রে আজি তোরা টুটিয়া ।
চরণ হইতে ফেল রে বন্দী
শৃঙ্খল গুলি কাটিয়া ।
আজি প্রফুল্ল বদনে,
মুক্ত অসীম গগনে,
ও রে বিহঙ্গ, ওড় রে ! অঙ্গ
ঢালিয়া স্বাধীন পবনে ।



আসিও তখন ।

সায়াহ্ন-সিন্দুর-লিপ্ত যবনিকা যবে
ঢাকিবে রবির দীপ্তি বিশ্ব দাহকর,
অলস-লুলিত স্নিগ্ধ সমীরণ রবে
লুটায়ে শিশির-সিক্ত তৃণের উপর ;
হৃদয়ে পরিয়া প্রিয়ে বাসনা-বসন,
মৃদুপদে একাকিনী আসিও তখন ।

দলিত-অঞ্জন-দ্যুতি গগনের তলে
নিস্তব্ধ শ্যামল বনে বিহগ-কূজন
রহিবে নীরবে যবে ; স্তব্ধ সরজলে

নিঃশব্দে কৌমুদী যবে করিবে শয়ন ;
দূরে ফেলি লাজ-বাস আমরা দুজন
মিলিব বিজনে আসি ; আসিও তখন।

নিদ্রায় মুদিবে নর বিদ্বেষ-নয়ন,
ভাসিবে জোছনা শুধু, হাসিবে অম্বর ;
করুণ কোমল প্রেমে তারকা যখন
বিকাশিবে প্রেম দিঠি বিশ্ব-মোহকর ;
লভিয়া পরাণে প্রিয়ে, প্রেম-জাগরণ
দুজনে জাগিয়া রব ; আসিও তখন।



উপহার।

দিয়েছিনু উপহার, উন্মত্ত চুম্বন রে
প্রেমেতে মাখিয়া ;
ঢালিনু চরণে তার তপ্ত অশ্রুজল রে
হতাশে কাঁদিয়া।
চরণে ঠেলিল বালা অশ্রুচুম্বনের মালা ;
আমার সে উপহার সৈকতে লুটায় রে,
সাগরে চাহিয়া;

উপেক্ষিয়া অনাদরে সিন্ধু দূরে যায় রে
তরঙ্গ তুলিয়া।১

এখনো ঝরিছে অশ্রু কপোল বহিয়া রে,
কেন ঝরে আর ?
চুম্বন-পিয়াস-জ্বালা এখনো অধরে রে
জ্বলে অনিবার।
আমি চুমি বেলা ভূমি ; কোথা সিন্ধু কোথা তুমি ?
লাবণ্য তরঙ্গ তব খেলিতেছে দূরে রে
এস একবার ;
এ মোর চুম্বন-অশ্রু পরশিয়া যাও রে
চরণে তোমার। ২
যত ফোঁটা অশ্রুজল পড়িবে ধরায় রে
তোর নাম করি,
যে ক'টি চুম্বন হেথা পড়িবে খসিয়া রে
তোর নাম স্মরি,
মাণিক্য মুকুতা হবে বেলা-ভূমে পড়ে রবে ;
তখন আদরে বালা, লইও তাহায় রে
পোরো বক্ষপরি—!
তা'হ'লে চুম্বন অশ্রু শুধু বরষিয়া রে
যাব সুখে মরি।



কবিতার দর্পণ।

(GŒTHE'S MUSE'S MIRROR.)

সাজাইতে চারু অঙ্গ, কবিতা সুন্দরী
প্রভাতে তটিনীকূলে দেখিছে বিচরি
কোথা স্থির নীররাশি স্বচ্ছ সুবিমল।

বহে যায় প্রবাহিনী; যত চলে যায়,
কবিতার প্রতিবিম্ব জলেতে মিশায়;
আবর্ত্তে তরঙ্গ-ভঙ্গে হইয়া চঞ্চল।

ক্রোধে দেবী নদীকূল তেজি চলি যায়;
বিদ্রূপ করিয়া নদী কহিল তাহায়;—
"বুঝিলাম, ঠিক যাহা চাহ না দেখিতে

"তোমার স্বরূপচ্ছবি আমারি দর্পণে"।
কিন্তু তার কথা দেবী না তুলি শ্রবণে
স্বচ্ছ সরসীর তীরে দাঁড়াল নিভৃতে।

আনন্দে নেহারি দেবী রূপ আপনার
গুঁজিল খোঁপায় ফুল স্বর্ণ-কর্ণিকার।




পরিহাস
বা
পরিশিষ্ট।

পরিহাস বা পরিশিষ্ট।

ভূমিকা।

শরের মাঝে 'ফুল শর', অতিশয় ওঁচা ;
লাগ্‌লনাকো গায়ে কারো আঁচড় কিম্বা খোঁচা।
ফেলে দিয়ে ফুলের তোড়া, কিসলয়ের গোচা,
তুলে নিলে সবাই ঘরে ফুল্‌কপি ও মোচা।
কাজেই এখন আপ্‌সোসেতে পরিশিষ্ট রচা।
দোহাই! এটা বলো নাকো রদ্দি কিম্বা পচা।



যেহেতু।

কবি হয়ে জন্মিনি ধরায়,
পত্যলিখি অক্ষর গুণিয়া ;
পদে পদ মেলে না ত্বরায় ;
মিল করি টানিয়া বুনিয়া !
কিন্তু 'ভাব' অতিশয় গূঢ়,

নাই থাক্ কথার চটক্ ;
অর্থ খুঁজে হদ্দ ছেলে বুড়,
স্ত্রী এবং পুরুষ পাঠক।
কাব্য হয় বাক্য উলটিলে,
লোকে তাহা যদি বুঝে থাকে,
গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইলে
বিক্রী হবে শীঘ্র লাখে লাখে।



গণেশ বন্দনা।

তুমি কিছু মন্দ নহ গণেশ ঠাকুর,
সিন্দুরে রঞ্জিত পেট, মুখে শোভে শুঁড়।
তোমার বাহন যেটা দুষ্ট সে ইঁদুর বেটা ;
খায় দায় মাটি করে বড়ই প্রচুর ;
কাটে পুঁথি, কাটে বস্ত্র, দন্ত যেন ক্ষুর!
কাটে কোটে খায় দায় তাহে ক্ষতি নাই ;
কিন্তু দেব লম্বোদর! এ কিবা বালাই—
আঁতে আঁতে প্লেগ পূরে চারিদিক ঘুরে ঘুরে,
বিনাশিল কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই,
ওহে বিঘ্ন বিনাশন! তোমারি সেপাই!
ওহে দেব গণপতি, এ বড় সরম ;

তুমি হলে সিদ্ধিদাতা ;   খাইল সিদ্ধির মাথা
এ বেটা বিশ্বাসহন্তা রোডাণ্ট-অধম !
তোমার বাপের ঝুলি ভরা সিদ্ধি আছে
তুমিও শিখেছ বিদ্যা ঢের তাঁর কাছে ;
কিছু যদি শুঁড় ঝেড়ে   গুঁড়ো গুলো দেও ওরে,
জন্ম শোধ খাবে সিদ্ধি ; রাজ্য তাহে বাঁচে ;
ছেলে বুড় মেয়ে যত আনন্দেতে নাচে।
পুরাণেতে শুনি কথা গজেন্দ্রবদন !
দন্তাঘাতে করেছিলে অসুর নিধন।
একবার কৃপা কর,   শ্রীদন্তে ইঁদুর মার ;
ঘোড়া দিব, হাতী দিব, যাহে ওঠে মন ;
অথবা মোটর কার, নূতন বাহন।



পঞ্চদেবস্তুতি।

ব্রহ্মা কিবা কর্ম্মদোষে নাহি পান পূজা ;
বিধির একি বিড়ম্বনা, নাহি যায় বোঝা।
বুড়া হয়ে ছেড়েছেন ডাইনিং আউট্,
এই কথা বলে কেহ ; আছে তাহে ডাউট্।

ষাঁড় গুলো নিয়ে গেছে মিউনিসিপালিটি ;
পারেন নাকো মহাদেব কত্তে হাঁটাহাঁটি

সিম্‌লা ছেড়ে আরো দূরে কৈলাসে কে যায়?
খুঁজে পেতে পূজো করা তাই ত হল দায়।

জলধিতে নিদ্রামগ্ন বিষ্ণু বারমাস ;
বছরেতে দুটিবার এপাশ ওপাশ।
ফাঁকতালে কৃষ্ণ ছিলেন তাঁরি রাজ্য জুড়ে,
বঙ্কিমের ব্যাখ্যানাতে তিনিও যান উড়ে।

কলির ফেরে একেবারে সর্ব্বপূজা সাঙ্গ ;
বেঁচে আছেন একা শুধু শ্রীগৌরাঙ্গ।
ভবজলধিতে গৌর হয়েছেন সেতু,
রজত-গঠিত মূর্ত্তি, উদিরপূর্ত্তির হেতু।



বাঙ্গালার পলিটিক্‌স্।

আরাম চেয়ারে শুয়ে ভেবে কূল পাইনে—
কিম্বিধ শাসন নীতি হবে ফিলিপাইনে!
ভ্রাতৃভাব স্বাধীনতা,
ম'ল কি বাঁচিল তথা ;
বিচার হইবে এবে কি রকম আইনে,
রীতি নীতি দেশাচার চলিবে কি লাইনে?

গোঁয়ার বোয়ার জাতি
কেন করে মাতামাতি ?
চলিয়াছে ডিওয়েট্‌ বাঁয়ে কিম্বা ডাইনে—
ভেবে ভেবে সে সমস্যা অন্ন আর খাইনে।
তিন কোটি মূল ধন
লয়ে যদি কোন জন
মাছ ধরে একেবারে চলে' গিয়ে রাইনে ;
বুঝিতে না পারি সাফ্‌
কতটা যে হয় লাভ,
বোধ হয়, হয় কিছু, ঠাওর ত পাইনে।
প্লেগে নাকি হয় মাটি
হনলুলু, ওটাহাটি,
দুর্ভিক্ষ হয়েছে নাকি নবাজোয়া স্কাইনে ?
কি হবে উপায় হায় ভেবে দিশে পাইনে।
কি হবে স্পেনের গতি ?
চাষীর হতেছে ক্ষতি,
ফসল হ'ল না ভাল এ বছর ভাইনে ;
মিছাই জঙ্গল রাখা
আদপে হয় না টাকা,
—লোহার সুলভ দরে—ওকে কিম্বা পাইনে।
উথলিছে বড় শোক,

মরেছে অনেক লোক
হটেণ্টট্ দেশে হায় হীরকের মাইনে!
বল কি উপায় করি?
নদীতে ডাকাতি চুরী
হতেছে বিষম নাকি ভিষ্টুলা ও টাইনে।
আমার না হয় ঘুম—
ইলেক্‌সনে মহা-ধূম,
সবে বলে হগ্ চাই লায়ন্‌কে চাইনে।
আইরিস্ বিলে নাকি
লাগিয়াছে ঠোকাঠুকি,
মেরেছে থাপ্পড় বেলী ধরিয়া ও'ব্রাইনে।
যায় দিবা অনিদ্রায়
পলিটিক্স ভাবনায়;
অধিক লিখিতে আমি অন্য আর চাইনে;
কেবল জিজ্ঞাসা করি,
যদি লই এডিটরি,
এত বিদ্যা লয়ে আমি কত পাব মাইনে?



হায়রে সেকাল।

(১)

হায়রে সেকাল! ওরে ভুঁদো, ঠাণ্ডা হয়ে দাঁড়া—
রাত দিনই ছুটোছুটি—হ্যাঁরে লক্ষ্মীছাড়া ?
ঐ দেখ্, পা নড়্ছে! হাত নাড়্ছিস্ ফের ?
ঘাড় নড়্ছে! মাথায় হাত ? পাওনি বুঝি টের
আমি কেমন শক্ত লোক ? আমরা ছেলে বেলা
থাক্তাম স্রধু চুপ্ কোরে—জান্তাম না কো খেলা।
ছ'বছরের ধেড়ে ছেলে—হায়রে কলিকাল,
শিখ্লি নিকো শিষ্টাচার—ভাল চলন্ চাল ?

(২)

হায়রে সেকাল! লজ্জা সরম নেইকো কলিকালে ;
ইচ্ছা করে থাব্ড়া মারি মেধো ছোঁড়ার গালে।
বৌটি নিয়ে বিদেশ্ যাবে! একিরকম প্রথা ?
সবে বয়স পঁচিশ তিরিশ—ছি ছি লাজের কথা।
আমরা—ও তার—মুখ দেখিনি চুল্ পাক্বার আগে,
সারা জন্ম কইনি কথা ; তাই ত জ্বলি রাগে।
জামাই বেটার পানের ডিবেয় মেয়ে রাখে পান
দিন দুপুরে! হায়রে কলি! কাট্লি সবার কাণ ?

(৩)

হায়রে সেকাল! ওরে মোনা, ওকি পড়ছিস্ ছাই ?
একালে কি সেকেলে সব ভাল গ্রন্থ নাই ?
ধুত্তোরি তোর মাইকেল, মার্ব্বো বেজায় চড়—
ফেলে দে তোর বঙ্কিম—ভারতচন্দ্র পড়।
কোথায় গেল দাতাকর্ণ, সত্যপীরের গান!
খণার বচন শুন্তে এখন কেউ পাতেনা কাণ ?
তুলোট কাগজ, খাঁকের কলম, উঠে গেল যদি—
একালেতে বিদ্যে সাধ্যি হবেই হবে রদি।

(৪)

হায়রে সেকাল! এখন কি কেউ আইন কানুন জানে ?
বুঝ্‌লে নাকো মোনা সেদিন 'কার্য্যানঞ্চ' মানে।
জেলায় ছিল রাম মোক্তার, হাকিম স্বরূপ চাকী ;—
তেম্‌নিটি কি আর হবে গো ? এখন সবি ফাঁকি।
ফোঁড়া কাট্‌ত বাঞ্ছা নাপিত, এবং দেখ্‌ত নাড়ী ;—
কেউ কখনো পড়েনিক ডাক্তারি ফাক্তারি।
নাড়ী টিপে বলে দিত কে মর্ব্বে কবে ;
এখন সবি উলট্ পালট্, তেমন্‌টি কি হবে!

(৫)

হায়রে সেকাল! কবি ঝুমুর গেল উড়ে পুড়ে—
কোথায় গেল দাশুরায় কোথায় গোপাল উড়ে।

ঢোল কাঁশির পাইনে দেখা; মরি অতি লাজে—
এখন কি না ঘরের ভিতর হার্ম্মোনিয়ম্ বাজে!
কোথেকে আজগুবি রকম এলো থিয়েটার,
দেশের দফা কল্লে রফা কল্কি অবতার।

(৬)

হায়রে সেকাল! কি বল গো রমাকান্ত খুড়ো?
কি আর বলি—আছি য'দিন আমরা দুটি বুড়ো—
হায়রে সেকাল! হায়রে সেকাল! বুঝবে কথা কে?—
(স্বগত) সেকালেই বা কি করেছি তাওত জানি নে।



বাহাদুরী।

নৃসিংহ বাবুর পুরাতন ভৃত্য, নাম গদাধর তার—
সুপুরি খরিদ করিল একদা দুটি দুটি পয়সার।
ঘরেতে আসিয়া দেখিল কাটিয়া, সবি পচা পোকা ধরা;
নহেত উচিত দোকানদারের এতটা ঠকামি করা।
নরম মেজাজ নহেত বাবুর, এতেলা করিল তাঁরে;
তিনি কহিলেন, সুপুরি ফিরিয়ে দাওগে দোকানদারে।
কড়া দুটো কথা শুনাইয়ে গদা দিতে গেল ফিরাইয়া,
ফটিক কহিল, কখনো নেবেনা, কেননা নিলে দেখিয়া?

শুনি এ সংবাদ ঘটিল প্রমাদ, গর্জ্জিল নৃসিংহ বাবু;
কহিলেন, আমি ফটিক বেটাকে নিশ্চয় করিব কাবু।
এত বলি গিয়ে উকীলের কাছে জানালেন সব হাল;
উকীল কহেন, নালিশ দায়ের নিশ্চয় করিব কাল।
সহজ মানুষ নহেত ফটিক উকীল করিল সেহ;
দুদিক শুদ্ধ তুমুল যুদ্ধ, কাঁপে আদালত গেহ।
পলকের ফ্রড্, মেনের ড্যামেজ্ চিটী লীক্ আদি খুলি—
নাহিরে রক্ষে উভয়পক্ষে চলে কত বলাবলি।
কেভিয়েট্ এম্‌টার কহে একজন, ওয়ারেন্টি কহে আর;
হাকিম তখন মুদিয়া নয়ন, করিছেন সুবিচার।
হাঁপিয়ে ও ঘেমে, তর্ক গেল থেমে; প্রচার হইল রায়—
"ক্লেম্ ডিস্‌মিস্", মিছাই নালিশ করিল নৃসিংহ হায়!
বড়ই তেজাল বাদীর উকীল, কহে, কিবা ইথে ভয়?
ত্বরা কাপি লও, বোকা এ হাকিম, এ বিচার কিছু নয়।
এখনি আপীল করিব দায়ের টাকা দুশো আরো চাই—
নৃসিংহ কহিল, তাহে কি ভাবনা? যা' চাহিবে দিব তাই।
হইল আপীল, আবার উকীল বাধাল বিষম গোল;
নৃসিংহ হারিল, ফটিক জিতিল, আবার বাজিল ঢোল।
কহিল উকীল, জেলার হাকিম, সবগুলি এরা গাধা;
হাইকোর্টে রণ, হবে 'রিবিসান্', টাকা কর আরো গাদা।
টাকা হল জড়, উকীল বেতর, হাইকোর্টে তবে যায়;

ফটিক তখন বেচিয়া দোকান টাকা লয়ে পিছু ধায়।
দুদিকে কৌন্সিলি, কত বলাবলি, করি কত কোটেসন্;
অবশেষে রায় জারি হল হায়, নামঞ্জুর রিবিসন্।
সাবাস্ সাবাস্ ফটিকচন্দ্র ডিক্রী পাইল তিন;
নাহিক দোকান বিত্ত অবসান, আর নাহি চলে দিন।
উকীলের হাতে নৃসিংহ প্রভাতে মরগেজ্ দিল ঘর।
জয় জয় জয়, উকীলের জয়, হইল তো অতঃপর।



শাব্দপ্রেম।

বা

শ্রীমতী অমল ধবল শতদলবাসিনী।

নাম্‌টি শুনেই শাশুড়ী হলেন হতভম্বা,
শ্বশুর বলেন মন্দ কি, তবে একটু লম্বা।
কথাটা এই—বাগ্‌চি পাড়ায় পরাণ বাগচি বড় লোক;
লোমে ভরা বুকের পাটা, কটা কটা দুটো চোখ্।
ছেলে হয়না বোলে ঘরে নিত্য শান্তি স্বস্ত্যয়ন,
যদি বা তায় হলই ছেলে বাঁচলনা সে বেশীক্ষণ।
পোড়াকপালী পোয়াতি কেঁদে ভাসাল দেশটা,
বছর কতক্ বাদে তার মেয়ে হল শেষ্‌টা।

মেয়ে বলে ত ফ্যালা নয়, পেটের বাছা বটেত ?
সাধ কল্লেও ছেলে হয়না কপালেই সব ঘটেত ?
মরে' ধরে' সেই একটি মেয়ে হল তায় ক্ষতি কি ?
এম্নি কোরে বোঝালে বাড়ীর বুড়ী মতি ঝি।
বড় দুঃখের ধন তুই মায়ের কোলে এলি,
ব'লে চুমো খেয়ে, তার নাম রাখ্লে ফেলী।
সাম্লে নিয়ে আদরের চোট্ সাতটা বছর মুস্কিলে,
ভর্ত্তি হল ফেলী শেষে পাড়ার গারল্ ইস্কুলে।
ধন্যি ধন্যি মেয়েটা ষেটের বাছা বেঁচে থাক,
দেখ্তে দেখ্তে ফেল্লে সেরে চারুপাঠ প্রথমভাগ।
পড়ে ফেল্লে আউট্‌বুক্ নাটক নবেল সচ্ছন্দে,
জিভের ডগায় সরস্বতী নেচে বেড়ান্ আনন্দে।
ঘেন্না হল ফেলী নামে ; অমন্ নাম কেউ রাখে ?
শুনিয়ে দিয়ে দুটো কথা রাগের মাথায় মাকে,
নবেলে আর নাটকে যত ছিল নায়িকা,
করে নিয়ে বালিকা তাদের একটা তালিকা,
গড়ে নিল মিঠে নাম কেউ কখনো শোনেনি—
শ্রীমতী অমল ধবল শতদলবাসিনী।
প্রেজেন্টের ঘর ছাপিয়ে রেজিষ্টারির পেষ্ঠায়
জুড়ে গেল তার নাম্টা যাহোক তাহোক শেষটায়।
কখন্ যে কোন্ শুভলগ্নে পড়ে কে কার্ নজরে,

একদিন পণ্ডিত মশাই নাম ডাক্‌চেন সজোরে,
এম্‌নি সময় বাণীনাথ, ইস্কুল থেকে সে পথে,
ফির্তি বেলা শুন্‌তে পেলে—হায় কি হল কি হতে!
বকুল তখন ফোটেনি, ন্যাড়া মুড়ো কদম গাছ,
ফর্সা মাঠে ওঠেনি নতুন সবুজ কচি ঘাস।
কোকিল তখন্ জোটেনি, ভোম্‌রা তখন বাসাতে,
সবাই কিন্তু বসেছিল বসন্তেরই আশাতে।
এম্নি সময় বাণীনাথ শুন্‌তে পেলে নাম্‌টা,
কোরে উঠ্‌ল আন্‌চান্ হায় রে তাহার প্রাণ্‌টা।
মৈত্তিরদের বাণীনাথ, সেদিন থেকে নিত্য,
বাগ্‌চিপাড়ার গলিতেই ছুটি বেলা ফির্ত।
সদাই তখন কাব্যরসে ভরা থাকৃত মন্‌টা
পয়ার লিখেই কেটে যেত জিওমেট্রির ঘণ্টা।
দীর্ঘ নামের একটু দোষ পয়ার মেলা বড় দায়,
কিন্তু যাহোক্ কপিবুক্ পুরে গেল কবিতায়।
সব্ কবিতায় থাকৃত শেষে "হে সুচারুহাসিনী
শ্রীমতী অমল ধবল শতদলবাসিনী।"
দীর্ঘ কথা কে আর ফাঁদে শেষে গরমির ছুটিতে,
হুলু দাও গো পাড়ার মেয়ে; বিয়ে হ'ল ছুটিতে।
নাম্‌টি শুনেই শাশুড়ী হলেন হতভম্বা,
শ্বশুর বলেন মন্দ কি তবে একটু লম্বা।

পরিহাস বা পরিশিষ্ট।

হলই লম্বা ক্ষতি কি, সোণার চাঁদতো বউটি ?
ছেলে ভাবে, বুঝ্‌লেনা কেউ এমন নামের বিউটি



নব-হিরোইন্।

কহেন নব-হিরোইন্, বিজনে বসি স্বগত :—
"বৃথায় হায় যাচ্চে দিন্, জীবন করি বিগত !"
বয়স কিছু কম নয়, বিরহে খালি দেহ ক্ষীণ !
পেরিয়ে গেছে বরষ নয়, যুক্ত তাহে আরো তিন।
সাঁঝে বসিয়া জানালায়, করিয়া মুখ আনত,
কহেন, "ওগো হায় হায়, জীবন হল বিগত"।
হয়েছে যাহা নির্ব্বাহ— জানিনা কতদিন আগে,
তারে কি বলি বিবাহ ? স্মরিয়া খালি জ্বলি রাগে।
হলনা মোটে পূর্ব্বরাগ পাড়ায় কথা কানাকানি ;
হলনা যে রে অনুরাগ, লইয়ে কিছু টানাটানি।
হলনা হায় অশ্রু সেড্, হতাশে শ্বাস পড়িল না !
জাগিয়া নিশি সিরিনেড্ কখনো কেউ করিল না।
হইত যদি দেখাদেখি, তাহার পরে ছট্‌ফট্ ;
হইত ঢের লেখালেখি, হাঁ ও না লয়ে লট্‌খট্।
হইত তাঁর তাড়াতাড়ি, বাবার হত অস্বীকার ;

আমার হত বাড়াবাড়ি, জলেতে হত চক্ষুভার।
যাহাতে রোমান্‌স্ নাই, সে প্রেম বড় বৃথা হে।
যাহাতে রোমাঞ্চ নাই, তাহে পুলক কোথা হে!
বিজন প্রান্তরেতে আসিত যদি ঘোড়া চ'ড়ে;
শিবের মন্দিরেতে দেখাটা হয়ে যেত ঝড়ে।
ফিরিয়া আসি ঘরেতে নভেল কত হত পড়া;
হইত তারি তরেতে মনের মাঝে তোলাপাড়া।
খাটের বাজু ভরিয়া লিখিতে গিয়া হিজি বিজি,
তাহারি নাম, ভুলিয়া লিখিতে আমি ছিনু রাজি।
সে যদি যেতো চলিয়া— তবুও নাহি ভুলিতাম!
আংটিটি ড্রেনে ফেলিয়া, প্রাণটা খালি রাখিতাম।



বেড়ে যাচ্চে ছেলে মেয়ে।

'আর্লি ম্যারেজ', মন্দ বলি বিয়ে কল্লুম চল্লিশে,
কাটিয়ে ল্যাটা, তিনের কোটা, গোলেমালে হল্লীশে;
আড়াই ডজন ছেলের ভোজন তবু যে ঘর ছাড়ে না।
(আরো) বেড়ে যাচ্চে ছেলে মেয়ে, ধন দৌলত বাড়ে না।১
রান্না ছাড়াই নবেল পড়াই এংলো বেংলো যাহা পাই;
ভেঙ্গে কড়ি গহনা গড়ি, সাড়াও কান বোম্বাই;

ঘেনর্ ঘেনর্ পেনর্ পেনর্ তবু ত ছাই ছাড়ে না—
(এবং) বেড়ে যাচ্চে ছেলে মেয়ে ধন দৌলত বাড়ে না।২
পাণ্ডু, কুরু, যদুকুলে রইল নাক পুত্র আর,
ধ্বংস গেছে বংশ সে যে শ্রীশ্রীমতী উত্তরার ;
তবু নিত্য কুরুক্ষেত্র আমার গৃহ ছাড়ে না,
(এবং) বেড়ে যাচ্চে ছেলে মেয়ে, ধন দৌলত বাড়ে না।৩
গীতার দীক্ষা নীতিশিক্ষা কত দিলুম গিন্নিকে,
মতি দিলেন পুরুৎঠাকুর তিনটী বেলায় আহ্নিকে ;
তবু একি ভেল্কি রে ভাই, ঘাড়ে ভিন্ন চড়ে না—
(এবং) বেড়ে যাচ্চে ছেলে মেয়ে ধন দৌলত বাড়ে না।৪
বন্ধুবর্গ ছেড়ে, স্বর্গ রচিয়াছি বিছানায়,
সন্ধ্যা থেকে বন্ধ ঘরে, সত্য কথা—মিছে নয়।
তবু চরণ যখন তখন বুকে তিন্ন পড়ে না—
(এবং) বেড়ে যাচ্চে ছেলে মেয়ে, ধনদৌলত বাড়ে না।৫
বাপের বাড়ী মাল্লে পাড়ি, ঘর সংসার চলে না ;
(এই) সোজা কথায় মাথার ব্যথা, বেজায় মান ভাঙে না।
ধরাশায়ী বিছানায়, যত ঠেলি নড়ে না—
(কিন্তু) বেড়ে যাচ্চে ছেলে মেয়ে, ধনদৌলত বাড়ে না।৬
রোদন বেদন জানাই কিছু আপীসে ও বালিসে ;
জানেন কিছু ডাক্তার পাঁচু, পৃষ্ঠদেশের মালিসে !
(কেননা) দাম্পত্যপ্রেমের পথ্যে সকল রোগ ত সারে না ?

(অহো) বেড়ে যাচ্ছে ছেলে মেয়ে, ধনদৌলত বাড়ে না।৭
অনুক্ষণ যোগাই মন, সকালে ও বিকালে,
একি খট্‌কা! মুখ ঝাঁট্‌কা তবু নিত্য কপালে?
এ সমস্যে পোরাই কিসে? কিছুই মনে পড়ে না—
(এ যে) বেড়ে যাচ্ছে ছেলে মেয়ে, ধনদৌলত বাড়ে না।৮



দেখ্‌তে শুন্‌তে মন্দ নয়।

(১)

রং একটু ফর্সা হলে শ্যামবর্ণ ই হত প্রায়;
চুল একটু উপড়ে গেছে, তাহে কিবা এসে যায়?
নাক একটু ছোট; তা ত ঢের মেয়ের আছে।
পীঠ একটু সোজা হলে কে দাঁড়াত কাছে?
দাঁতগুলি যে বেরিয়ে থাকে, সেত দাঁতের রাজা।
মিশির সঙ্গে পানের রঙ্গে কেমন তাহে মাজা!
হলই না হয় হাত পা সরু, আঙ্গুল কিরকিটি;
একেবারে চাওনা কেন দেখ্‌তে ভাল দিকৃটি?
মন্দ হত মুখখানি কি মাস্‌ থাক্‌লে গালে?
চোখ্‌ দুটি ত মন্দ নয়? না হয় একটু খালে।
খালের ভিতর থাক্‌লে কি চোখ একেবারে অন্ধ হয়!
যা বল তা বল কিন্তু দেখ্‌তে শুন্‌তে মন্দ নয়।

নূতন নয়ত—সবারি পা ফাটেরে শীতকালে ;
ঢেকে যাবে ওটুকুখানি তিরিশ ভরির মলে।
মোটা সোটা হলে কি ছাই, দেখায় কভু ভাল ?
বাছা বাছা গহনা দিলে ঘর কর্ব্বে আলো।
ফুলকাটা জরি আঁটা জ্যাকেট যদি পরে,
তিলোত্তমা রম্ভা আদি রম্ভা খেয়ে মরে।
সাড়ী প'রে ঘরে ঘরে বেড়ায় যদি ঘুরে,
লক্ষ্মী যাবেন একেবারে পক্ষীর মত উড়ে,
যৌবনের গৌরবেতে বস্‌লে ভিটে জুড়ে,
হতবুদ্ধি রতিপতি মর্ব্বে মাথা খুঁড়ে।
মাথে যদি ল্যাভেণ্ডার গায়ে খাসা গন্ধ হয়,
যা বল তা বল, কিন্তু দেখ্‌তে শুন্তে মন্দ নয়।



নব ঋতুসংহার।

১। গ্রীষ্ম।

(১)

এল নূতন বৎসরে
নিদাঘ যেন বাদ্‌সারে !
প্রতাপে চোটে ঘর্ম্ম ছোটে গায় গো।

লাগিলে তাপ মস্তকে,
রহিবে বল আস্ত কে?
বসিয়া ঘরে করি যে আই ঢাই গো।
মূৰ্ত্তি হেরি ভীষণাকার,
ফুর্ত্তি আর রহিবে কার?
কুৰ্ত্তি খুলে ভূতলে সবে চিৎপটাং।
আমরা স্নুধু একলা নই,
দশাটা আজি সবারি ওই;
জলেতে মাছ, গাছেতে পাখী ছট্‌ফটান্।

(২)

আদর করি বৈশাখে
কড়াই ডাল পুঁইশাকে,
বিশেষ রুচি কচি আমের অম্বলে।
ওরফে করি কণ্ঠা যে
বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা হে;
সম্বল সে বাঁধিয়া রাখি কম্বলে।
আনিলে ঘোল গয়েলা
সেইটি গিলি পহেলা;
ধ্বংস করি সর্ব্বতেরি বংশ হে।
লইতে ভেক কৈ বাকী?

হয়েছি নেড়া বৈরাগী ;
    ক্বচিৎ হয় রুচি তো মাছ মাংসে হে।

(৩)

ছাড়িয়ে শত ডিগ্রী—
উঠেছে তাপ শীঘ্রই ;
    শঙ্কা হয় বিরহ প্রাণ-সঙ্গে।
পদ্মপাতা মৃণালে
ঘোচেনা তাপ একালে ;
    চন্দন যে চট্‌চটায় অঙ্গে।
খস্‌খসের অন্দরে
থাক দুমাস বন্ধ রে ;
    সন্ধ্যা হলে বেরুতে পার বাইরে।
আয়রে মেঘ আয়রে,
গ্রীষ্মে প্রাণ যায় রে ;
    বরষা বিনা ভরসা কিছু নাইরে।

২। বর্ষা।

(প্রকৃতি বর্ণন)

ছুটে এল বর্ষাকাল
ফুটো করি খোড়ো চাল ;
গেল মাঠ নালাখাল

জলেতে ভেসে।
বৃষ্টি পড়ে ঝুপ্‌ঝাপ্‌,
জলে কাদা পথে পাঁক্‌,
পাঁকে পোকা, জলে সাপ,
মরি তরাসে।
পোকা করে পিল্‌ পিল্‌,
জোঁক করে কিল্‌ বিল্‌,
আরো কত আছে মিল
মনে না পড়ে।
নদী চলে তাড়াতাড়ি,
বান্‌ ডাকে ষাঁড়াষাঁড়ি ;
বড় ভয় দিতে পাড়ি
তুফানে ঝড়ে।
পথে ঘাটে চলা দায়,
কাদা ছিটে লাগে গায়,
ছিটে বৃষ্টি পিছু ধায়,
ছাতা মানে না।
মিঠে কড়া ডাকে ব্যাং
ঘ্যাকর ঘ্যাকর ঘ্যাং,
গিলিতে তাহার ঠ্যাং
সাপে করে হাঁ।

(বিরহিণী বর্ণন)

আগুন ধরে না মোটে
অতি ভিজে কাঁচা কাঠে ;
বুকে হাঁপ্ ফুঁর চোটে,
চোখে ঝিনিমিনি।
ভিজে চুল নাহি বাঁধে,
ধুঁয়ার জ্বলনে কাঁদে,
তবু ভাত ডাল রাঁধে
যত বিরহিণী।
ও দিকে দুরন্ত ছেলে
ভিজিছে বর্ষার জলে,
ভাবেনাকো সর্দ্দি হলে
কি হইবে তার।
ধরিয়ে তাহার টুঁটি
বলে "কোথা যাস্ ছুটি ?
কে করিবে হাঁটাহাঁটি
ডাকিতে ডাক্তার ?
"ঘরে নাহি হয় আসা,
তিনি পেতেছেন বাসা
ও পাড়ায় ; সেথা পাশা
চলেছে ত বেশ।

"আমি বিরহিণী নারী
একেলা কি এত পারি ?
কাজ করি, ছেলে মারি
তিনি নিরুদ্দেশ।"
কর্ত্তাহীন ঘর দেখে
ছেলেটা দাঁড়াল বেঁকে ;
হোথা ডাল গেল এঁকে
হায়রে কপাল !
এইরূপে শুভক্ষণে
কাঁদায়ে বিরহীজনে,
ঘন গুরু গরজনে
এলো বর্ষাকাল।

৩। শরৎ।

মাঠ গুলো হলো শুধু
কাশের ফুলে মণ্ডিত্ ;
তাতেই শরৎ নববধূ ?
কালিদাস কি পণ্ডিত।
না হয় বধূ পরেন বাস
অভ্রের মত শুভ্র,
আঁচলেতে আঁকা হাঁস
থাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ;

পরে না কি ডুরে কিম্বা
অন্য রঙ্গীন সাড়ী ?
একটা মিল্ পেয়েই লম্বা
মেরে দিলে পাড়ি ?

শিউলি ফোটে যথা তথা,
শূন্যে উড়ে বক্ ;
তাই বলে কি সবি শাদা ?
কবিরা কি ঠক্ !

রোদ্দুরে যে ভাদ্দরেতে
মাথা ফেটে চৌচির ;
নববধূর আদরেতে
অতটা কি হয় স্থির ?

আশ্বিনের শেষাশেষি
মাঠে থাকতো কাদা ;
না হয় বৃষ্টি হয়না বেশী,
থাকেত মেঘ শাদা !

আকাশ না হয় বেশি নীল,
জলে ফোটে পদ্ম ;
তাই বোলে কি গোঁজা মিল
দিয়ে লেখে পদ্য ?

মন্দ লেখে অন্য কবি
আমি লিখি ভাল ;
বল্‌তে গিয়ে সেই সবি
কাব্য চাপা প'ল।

৪। হেমন্ত।

রবি প্রায় অস্ত যায়, কবি যান মাঠে ;
বিরাম বিশ্রাম নাই, চাষা ধান কাটে।
মাটিমাখা হাতে আঁটি বেঁধে লয় ঘরে ;
কবি ভাবে, এ দেখে কি কাব্য মনে পড়ে ?
ভরা পেটে কাদা ঘেঁটে বকে ধরে মাছ ;
কাব্য কল্পনার কথা তোলা থাক্ আজ।
কৃষক কামিনী চলে পৈঁছে দিয়ে নাড়া ;
চলেনা উহার দৃশ্যে কাব্য করা খাড়া।
হেমন্তের শশী নহে সে মুখের তুলা ;
তাহা ছাড়া নাকে গালে মাটি আর ধূলা।
কাজ বেশি তাই স্থির নহে কদাচিৎ ;
রূপের সমতা তবু নহেক তড়িৎ।
বিনুনি না করে কেশে, কেবা পাবে তাপ ?
তাহে পড়িতেছে শীত, নাহি আর সাপ।
কি ছার মিছার করি উপমার ঘটা ;
পড়শীরা কাঁপে হেরি ভ্রূভঙ্গের ছটা!

হাম্বারবে গাভী সবে সিং পেতে চলে ;
ভয়ে কাঁপে চাঁদমেয়ে বৎস লয়ে কোলে।
এইমতে হেমন্তে হতেছে নানা ঢং ;
সে কথা লিখিয়া কাব্য কে করিবে Long ?

৫। শীত।

বেজায় শীতে পৌষে, কল্পনাটি কৈ সে ?
জমাট বেঁধে গেছেরে তার অঙ্গ !
কি নিয়ে তবে ভাব্‌বো ? কেমনে লিখি কাব্য ?
এ দুটো মাস থাক্‌গে করা রঙ্গ !
সন্দেশটা খেজুরে, কচুরি ভরা মটরে,
পিষ্টক ও খিঁচুড়িরূপ ঔষধে,
উঠিগো যদি বাঁচিয়া, কবিতা দিব রচিয়া ;
এখন থলি পূরায়ে চলি রসদে।
বাতাসো কিছু ভাল নন্ হস্ত করে কন্‌কন্ ;
মস্তকেও বেঁধেছি তাই পাগ্‌ড়ি !
আজি এ শীত বিষমে, তূলায় আর পশমে
ধরেছে তনু পরাণ-পণে আঁক্‌ড়ি।
বহিল বায়ু উত্তুরে, এবার খাঁটি মৃত্যুরে !
কাব্য নিয়ে চালাকি করা চলেনা।
লিখিতে ঋতুসংহার হয় যে প্রাণ সংহার ;
রসের কথা শুনিয়া শীত ভোলেনা।

৬। বসন্ত।

আসিবামাত্র ফাগুন চৈত্র,
এস তুমি, কভু না দেখি ভ্রম;
এবং সঙ্গে আনগো রঙ্গে
বিরহীজনার যে কটা যম।

যথা :—

আমের মুকুল, এবং বকুল,
ভাল ফুল আরো পাঁচ রকম;
অলি গুঞ্জন, কোকিল কূজন,
আর পায়রার বক্ বকম্;
মৃদু সমীরণ, চাঁদের কিরণ,
গগনে মাখান সুনীল রং;
অপিচ নব্য কবির কাব্য,
হা হুতাশ লাগা বেতর ঢং।
আমরা যাহোক্ বুড়সুড় লোক,
ওগুলো সহিতে পারি বরং,
কিন্তু মেলাই ধূলার জ্বালায়,
অন্ধ আঁখি ও বন্ধ দম্।
তা ছাড়া আবার আছে যে তোমার
গায়ে পড়া রোগ ভারি বিষম!

জগৎ শুদ্ধ আবাল বৃদ্ধ,
টিকে দিয়ে টিঁকে থাকে তখন।
কুসুমে মর্ম্ম- ভেদন কর্ম্ম
লয়ে বসন্ত থাক ফি সন্;
ভেদিয়া চর্ম্ম ছাপিয়া অঙ্গ
উঠো না মূর্ত্তি লয়ে ভীষণ।



বঙ্গমঙ্গল।

(খণ্ডকাব্য)

প্রথম সর্গ।

(মন্ত্রণা)

অর্জ্জন করিতে যশ, কর্জ্জন সুজন
কেমনে গর্জ্জন করি হেলায়ে তর্জ্জনি
আদেশিল সাধুশীল সচিব-প্রধান
রিজলিরে রিজলিউসন লিখিবারে;
বর্ণিব সে স্বর্ণ-কীর্ত্তি। এ অর্ণবে হায়
কিরূপে উড়ুপে চড়ি পারি পার হতে?

তুমি যদি হে ভারতি, নাহি ধর হাল ?
খাটুনিও নাহি বেশী পাটুনীর কাজে।
থাকিলেও ক্ষতি কিবা ? কার্য্যহীন তুমি
হবেই ত অচিরাৎ নূতন বিধানে।
আগে থেকে দাঁড়টানা শিখে রাখা ভাল।
পার কর বীণাপাণি, কাব্য-কালাপানি।

হিমালয়ে শিমলার তুঙ্গ শৃঙ্গ যথা—
নির্জনে মার্জন করে পর্জন্য আপনি,
কর্জন বসিয়া তথা কনক আসনে
ভাষেন অমৃতবাণী বাণী বিড়ম্বিনী,
সম্ভাষি সচিবে, মিত্রে, পাত্রে, কোতোয়ালে।

"বিদায়িতে ভারতীরে মারুতীর রথে,
পূর্ণ আজি আয়োজন, চূর্ণ আন্দোলন।
হে পাত্র! পড়িয়া শাস্ত্র গাত্রদাহ কারো
নাহি হবে; রবে সবে নীরবে জগতে।
ছল-ধরা রোগে ধরা ছিল প্রপীড়িত,
লুপ্ত হবে তাহা গুপ্ত-বিধির প্রচারে;
ওহে মিত্র, নেত্র আজি উৎফুল্ল উল্লাসে।
শাস্তির কুলীশ দিব পুলীশের হাতে;
আঁট ঢাল, কোতোয়াল, শ্রীঅঙ্গ মণ্ডিয়া।

সচিব! রচিব আমি অন্য নব বিধি,
ঠাণ্ডা করি দেশ; তুমি পাণ্ডা হও তার।
শুনি সে অমৃতবাণী জয়ধ্বনি করি
উঠিল সচিববৃন্দ; বন্দী গাহে গান।

(বন্দীর গান)

করিয়ে দরবার জেরবার
করেছ রাজাগণে।
রহিবে নাম ছাপা (ধামাচাপা)
পুলীশ কমিসনে।
ইউনিবরসিটি বরষটি
অস্ত না যেতে যেতে,
করিবে ভারতীর মতিস্থির
কুলোর বাতাসেতে।
গুপ্ত বিল্‌খুলি বিল্ কুল-ই
মহিমা জারি হোলো।
প্রভুর জয়গানে একতানে
সকলে হরি বলো।

———

দ্বিতীয় সর্গ।

(উদ্যোগ)

"মধুমাখা ইতিবৃত্ত প্রত্নতত্ত্বে জারি
করিলে সচিব তুমি, বাঁচিল বাঙালী।
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ যে ছিল তিন দেশ,
এক সঙ্গে বঙ্গেতার শাসন গহিত।
বিশেষ বঙ্গের লোক বড় কথা কয়
ঝালা পালা করি কর্ণ। জ্বালা দূর হবে,
কথা বন্ধ কর যদি কবন্ধ করিয়া।"

উচ্চারিয়া কথাগুলি হস্তে লয়ে ছুরী
দক্ষ সার্জ্জনের মত দাঁড়াল কর্জ্জন।
কহিলা সচিব তবে যুক্ত কর-যুগে :—
"ছুরী হেরি ডরি প্রাণে যদি ওঠে কাঁদি ;
কিম্বা যদি ধড় হতে স্বতন্ত্রিতে মাথা
শঙ্কা হয় প্রাণে তার ? কি হইবে প্রভু ?"
বর্ষি রসনায় লক্ষ ভর্ৎসনা বচন,
কহেন শ্বেতাঙ্গ পতি :—"অঙ্গচ্ছেদ অতি
সোজা কথা, মজা ওতে আছে বহুবিধ।
উহাতে চীৎকার করা ভাব-প্রবণতা।

বৈজ্ঞানিক জাতি মোরা, শিখাব এবার,
থাকে প্রাণ, ধড়মুণ্ড বিভক্ত করিলে।
যতটুকু যাবে কাটা, ঠিক ততখানি
এনে দিব অন্য দেহ হইতে কাটিয়া;
সবগুলা হবে তাজা সমান সমান।
বঙ্গ হতে কাট বঙ্গ;—প্রত্যঙ্গ ত সেটা।
কলিঙ্গ কিষ্কিন্ধ জুড়ি উৎকলের সাথে
কর নব দেহ সৃষ্টি। ভাষার একতা
অত্যন্ত আশ্চর্য্যরূপে হইবে সাধিত।"
তথাস্তু বলিয়া সবে শির করি নত
রত হল নববিধি করিতে প্রচার।
হুঙ্কারে মেদিনী ফাটে। উঠিল রোদন
বুদ্ধিহীন বঙ্গ-মুখে, অঙ্গচ্ছেদ ভয়ে।

(রোদন ধ্বনি)

মাথাটা কাটা গেলে
বাঁচিব জানি খাঁটি;
শোভিব নব ডালে,
দেহটা দিলে ছাঁটি।
মঙ্গল হবে খাসা,
বিশেষ আছে জানা,

জঙ্গলে পাবে বাসা,
অঙ্গের দুটো ডানা।
অবোধ মোরা ওগো,
কাঁদিয়া মরি তবু;
বঙ্গটা বঙ্গে রাখো
করুণা করি প্রভু।

তৃতীয় সর্গ।

(সিদ্ধি)

—তূণকছন্দ—

অস্ত্র-হস্ত লাট, মস্ত বঙ্গ-অঙ্গ ছেদিবে।
সাধ্য কার আজি তাঁর ন্যায্য কার্য্য রোধিবে ?
মন্ত্র-পূত লাট-দূত দেশ দেশ ধাইল ;
ভেদমন্ত্র—বেদতন্ত্র— কণ্ঠতার গাইল।
হর্ষনেত্র পাত্রমিত্র লম্ফ ঝম্ফ ঝাঁপিল।
ঘোর রোল গণ্ডগোল; বঙ্গখণ্ড কাঁপিল।
রাজ্য খণ্ড লণ্ডভণ্ড হৈল তায় দুঃখ কি ?

খণ্ড-শূন্য জেদ-পূর্ণ রৈল লাট-বাক্যটি।
দেব সর্ব্ব লাট-গর্ব্ব হেরি পুষ্প বর্ষিল,
বঙ্গ-মুণ্ড দেহপিণ্ড ছাড়ি ভূমি পর্শিল।
স্তব্ধ বঙ্গ, কর্ম্ম সাঙ্গ, লাট ঘাড় নাড়িল।
তৃণকের ছন্দ ঢের বর্ণনায় বাড়িল।

মাথাটা গেল যবে, দ্যাখে সবে
দেহটা ঠাণ্ডা!
কেহবা ভাবে মনে সংগোপনে
গেছে বা প্রাণটা।
উড়ের মাথা জুড়ে দিল ধড়ে,
তবুও নড়ে না!
আসাম দিল খাসা লম্বা নাসা,
শ্বাস যে পড়ে না।
টিপিয়া নাড়ী তার ফেরেজার
কহেন লাটকে,
"আবার দেহটিতে পার দিতে
মাথাটা আট্‌কে?"
কহেন লাট যে সে কড়া ভাষে:—
"কোরোনা বিজ্ বিজ্!
জুড়িয়া দিলে মাথা, রবে কোথা।
আমার prestige

খণ্ড হল বঙ্গদেশ,

খণ্ড কাব্য হল শেষ ;

বঙ্গের মঙ্গল আজি সাধিল কর্জ্জন।

শ্রীবঙ্গ মঙ্গল গায় বঙ্গবাসীজন।

